হইল। তাহারাও স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া সাড়া দিল। এইরূপে ইহুদীদের প্ররোচনায় সমগ্র আরবের মধ্যে মোসলমানগণকে নিশ্চিহ্ন করার বিরাট পরিকল্পনা গৃহীত হইল।

এই পরিকল্পনা অনুসারে কোরায়েশ, গেতুইন ও অন্যান্য পৌত্তলিক—বনু-আসাদ, বনু-মোর্‌রা, বনু-আশ্‌জা ও গাতাফান গোত্রসমূহের সমন্বয়ে একটি বিরাট বাহিনী গঠিত হইল। আর ইহুদীরা ত তাহাদের সাহায্যে আছেই। প্রত্যেক গোত্রের এক একজন অধিনায়ক ছিল, মূল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কোরেশ দলপতি আবু সুফিয়ান নির্বাচিত হইল। এই বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা দশ হইতে পনর হাজারের মধ্যে ছিল, একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সৈন্য সংখ্যা চব্বিশ হাজারেরও অধিক উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিরাট বাহিনী মদীনার প্রতি অগ্রসর হইল, তখন মদীনায় মোসলমান যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার।

মদীনার প্রতি বিরাট শত্রু-সেনার অভিযান যাত্রার সংবাদ হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) জ্ঞাত হইলেন এবং ছাহাবীগণকে লইয়া পরামর্শ করিলেন। পারস্যবাসী অতি প্রবীণ ছাহাবী সালমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরামর্শক্রমে শত্রুর সম্ভাব্য প্রবেশ পথে পরিখা খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সহ সমস্ত ছাহাবীগণের বিশ হইতে পঁচিশ দিন বা সুদীর্ঘ এক মাসের বিরামহীন ও আপ্রাণ চেষ্টায় পরিখা খনন কার্য্য সমাপ্ত হইল। ইহা ছিল যুদ্ধের এক নূতন পদ্ধতি যাহা আরবরা পূর্বে কখনও দেখে নাই।

শত্রুবাহিনী পৌঁছিবার পূর্বক্ষণেই খনন কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছিল। তাহারা মদীনায় প্রবেশ করিতে পরিখা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পরিখার অপর পারে অবস্থান করিল। মোসলমানগণের সর্বমোট সংখ্যা তিন হাজার ছিল, তাঁহারাও পরিখার অপর কিনারায় সারিবদ্ধরূপে উপস্থিত রহিলেন। শত্রুবাহিনী সর্বদাই পরিখা অতিক্রম করার চেষ্টায় নিমগ্ন, মোসলমানগণ এক পলকের জন্যও ঐ দিক হইতে লক্ষ্য ফিরাইতে পারেন না। এমনকি কোন কোন দিন শুধু ফরজ নামায আদায় করিতেও সমর্থ হইতেন না; অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে নামায আদায় করা সম্পর্কে অনেক বিধি-বিধানকে শিথীল করা হইয়াছে। এতদসত্ত্বেও পরিস্থিতির ভয়াবহতার দরুণ কোন উপায়েই নামায আদায় করা কোন কোন দিন সম্ভব হইয়া উঠে নাই, বরং এক একদিন কতিপয় নামায কাজা হইয়া যাইত।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করিতে ইহাই যথেষ্ট যে, ঐ সময়ের বিভীষিকাপূর্ণ অবস্থার বিবরণে কোরআন শরীফে নিম্নরূপ বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

اِذْ جَاءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ

الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ۔ هُنَالِكَ ابْتُلِىَ الْمُؤْمِنُوْنَ

وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ۔ وَاِذْ يَقُولُ الْمُنٰفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهٗٓ اِلَّا غُرُورًا ......

অর্থ—হে মোসলমানগণ। তোমাদের প্রতি আল্লার বিশেষ একটি নেয়ামত স্মরণ কর—যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের চতুর্দিক ঘেরাও করিয়া আসিল, যখন ভয়-ভীতি ও আতঙ্কের দরুণ তোমাদের চক্ষু অন্ধকারময় হইয়া গিয়াছিল এবং তোমাদের কলিজা বাহির হইয়া আসার উপক্রম হইয়াছিল এবং তোমাদের ভিতরে আল্লার (রহমতের দৃঢ় বিশ্বাস শিথিল হইয়া তাঁহার) সম্পর্কে নানাপ্রকার বাজে ধারণার উৎপত্তি হইতেছিল। বাস্তবিকই এই সময় মোসলমানগণকে ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল এবং গোটা মোসলেম জাতির উপর যেন ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প বহিতে ছিল। যখন মোনাফেক ও আত্মার রোগে রুগ্নরা বলিতেছিল, মোসলমানগণকে সাহায্য সহায়তা করার যে সব ওয়াদা অঙ্গীকার আল্লাহ ও আল্লার রসূলের পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছিল সবই অবাস্তব ও ধোকা ছিল মাত্র। এমনকি তাহাদের একটি দল মোসলমানগণকে প্রকাশ্যে বলিতে লাগিল, তোমাদের এস্থানে টিকিয়া থাকিবার সাধ্য হইবে না; বাড়ী চলিয়া যাও। (২১ পাঃ ১৭ রুঃ)

মোসলমানগণ এইরূপ অবর্ণনীয় বিপদের সম্মুখীন এবং নিজেদের অপেক্ষা বহু বহু গুণ অধিক শত্রুবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত; এমতাবস্থায় মদীনার অভ্যন্তরে অবস্থিত ইহুদী গোত্র বনু-কোরায়জা যাহারা মোসলমানদের সঙ্গে সহ-অবস্থান এবং মৈত্রি ও শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল; ঠিক এই বিপদ মুহূর্তে তাহারাও চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা দিয়া শত্রুপক্ষের সহিত হাত মিলাইয়া বসিল। এখন আর বিপদের সীমা রহিল না, এতদিন শত্রু ছিল বাহিরের, যাহাদিগকে পরিখার সাহায্যে ঠেকাইয়া রাখা হইয়াছিল, এখন মদীনার অভ্যন্তরও মোসলমানদের জন্য শত্রুর দেশ হইল। মোসলমান পুরুষগণ সকলেই পরিখার নিকট অবস্থানরত; তাই মদীনার অভ্যন্তরে মোসলমান নারী ও শিশুগণ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা হইল।

পরিখার নিকটস্থ শত্রুসেনার মোকাবিলার জন্য মোসলমানদের সর্বশক্তিও নেহাৎ অপর্য্যাপ্ত ছিল, এমতাবস্থায় নারী ও শিশুগণকে বরং ঘর-বাড়ী রক্ষা করার কি ব্যবস্থা হইতে পারে? হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নারী ও শিশুগণকে একটি কিল্লার ভিতর রক্ষিত করিয়া তথায় প্রহরী স্বরূপ দুই শত যোদ্ধাকে নিয়োগ করিয়া দিলেন। এইরূপ ভয়াবহ বিপদ ও বিভীষিকাপূর্ণ আতঙ্কের মধ্যে মোসলমানদের দিবা-রাত্রি কাটিতে লাগিল। প্রায় দীর্ঘ এক মাস কাল এই অবরোধ অবস্থা চলিল। অবশেষে মোসলমানদের জন্য আল্লাহ তায়ালার বিশেষ সাহায্য নামিয়া আসিল; শত্রু পক্ষের অবস্থান এলাকায় ভীষণ ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হইল। শত্রু

বাহিনীর তাবু ইত্যাদি ছিন্নভিন্ন হইয়া সমুদয় আশ্রয়স্থল বাতাসে উড়িয়া গেল। আসবাব-পত্র, রসদ ইত্যাদি লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। শীতের প্রকোপে তাহারা কাবু হইয়া পড়িল। তাহাদের দুর্গতির সীমা রহিল না। এতদ্ভিন্ন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা প্রেরণ করিয়া দিলেন যাঁহারা শত্রু-সেনাদের মনোবল নষ্ট করিতে সাহায্য করিলেন। এইরূপে শত্রুদল প্রস্থান করিতে বাধ্য হইল। ভীত সন্ত্রস্ত ও দিশাহারা হইয়া তাহারা রাত্রির অন্ধকারে মক্কার পথ ধরিল। কোরআন শরীফে এই বিষয়টিরও উল্লেখ আছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তায়ালার ঐ বিশেষ নেয়ামতকে স্মরণ কর যাহা তোমাদের লাভ হইয়াছিল তখন, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদিগকে বেষ্টিত করিয়া আসিয়াছিল; তখন আমি তাহাদের উপর হীমবায়ু প্রবাহিত করিলাম এবং এমন এক বাহিনী প্রেরণ করিলাম যাঁহারা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কার্য্যাবলী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। (২৭ পাঃ ১৭ রুঃ)

এই ঘটনায় উভয় পক্ষের মধ্যস্থলে পরিখা বিদ্যমান থাকায় কোন উল্লেখযোগ্য হাতা-হাতি যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় নাই। উভয়পক্ষ হইতে শুধুমাত্র বিক্ষিপ্তাকারে তীর, বর্শা, ঢিল ইত্যাদি ছোড়াছুড়ি হইয়াছিল যাহাতে সর্বমোট মোসলমানদের পক্ষে ছয়জন শহীদ হইয়াছিলেন এবং কাফেরদের পক্ষে তিনজন নিহত হইয়াছিল।

মূল ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছসমূহ উল্লেখ করা হইতেছে—

১৪৭০। **হাদীছ ঃ**—সাহ্‌ল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খন্দক খননকালে আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। কতক লোক খনন কার্য্য করিতেছিলেন এবং আমরা কাঁধে করিয়া মাটি বহন করিতেছিলাম। এতদ্দৃষ্টে রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদের জন্য দোয়া করতঃ বলিলেন—

اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

"হে আল্লাহ! আখেরাতের জিন্দেগী ভিন্ন আর কোন জিন্দেগী নাই; মোহাজের ও আনছারগণকে ক্ষমা কর।" (যেন তাহারা সেই জিন্দেগীর সুখ-শান্তি লাভ করিতে পারে।)

১৪৭১। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পরিখা-খনন কার্য্যস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন মোহাজের ও আনছারগণ ভীষণ শীতের প্রকোপের মধ্যে ভোর বেলা খনন কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন;

তাঁহাদের কোন চাকর-বাকর ছিল না যাহাদের দ্বারা কার্য্য নির্বাহ করিতে পারেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছাহাবীগণের অনাহার, উপবাস ও কষ্ট-ক্লেশ অনুধাবন করিতে পারিয়া দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاٰخِرَهْ — فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ

"হে আল্লাহ! আখেরাতের জিন্দেগীই একমাত্র জিন্দেগী; আনছার ও মোহাজেরগণের সমস্ত গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া দাও।"

ছাহাবীগণ তদুত্তরে নিজেদের পণ-প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা ঘোষণা করিলেন—

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا — عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

"আমরা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হস্তে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছি, জেহাদে আত্মনিয়োগ করার উপর, সর্বদার জন্য—জীবনের সর্বশেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত।"

১৪৭২। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোহাজের ও আনছারগণ মদীনার প্রবেশ পথে পরিখা খনন করিতে এবং নিজ নিজ পৃষ্ঠে মাটি বহন করিতে ছিলেন। তাঁহারা আনন্দ-কণ্ঠে গাহিতে ছিলেন—

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا — عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

"হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাদের উৎসর্গতার প্রতিউত্তরে এই বলিতেন"—

اَللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الْاٰخِرَهْ — فَبَارِكْ فِى الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ

"হে আল্লাহ! আখেরাতের সাফল্য ব্যতীত আর কোন সাফল্য নাই। আনছার ও মোহাজেরগণের কার্য্যে বরকত দান করুন।"

আনাছ (রাঃ) আরও বর্ণনা করিয়াছেন, কার্য্যরত ছাহাবীগণের ক্ষুধার তাড়না ও দরিদ্রতার অবস্থা এই ছিল যে, কেহ এক আঁজল পরিমাণ সামান্য যবের আটা বাসি চর্বি মিশ্রিত করতঃ খাদ্য তৈরী করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে রাখিত, ক্ষুধার্ত ছাহাবীগণ উহার উপরই তুষ্ট হইতেন, অথচ উহা বদমজা বিশ্রী ও গন্ধময় হইত।

১৪৭৩। **হাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খন্দক খনন করা কালীন খননস্থলে একটি পাথর আমাদের সম্মুখে পড়িল যাহা বিধ্বস্ত হইতে ছিল না। তখন সকলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ সংবাদ দিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, আমি তথায় উপস্থিত হইব, এই বলিয়া তিনি

দাঁড়াইলেন, তাঁহার পেটের সঙ্গে পাথর বাঁধা ছিল; আমরা তিন দিন হইতে অনাহারী ছিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) তথায় উপস্থিত হইয়া খননাস্ত্র হস্তে লইলেন এবং পাথরের উপর মারিলেন; তৎক্ষণাৎ উহা বালুকারাশিতে পরিণত হইয়া গেল।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে অনাহারী দেখিতে পাইয়া আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমাকে স্বগৃহে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করুণ। আমি গৃহে আসিয়া স্ত্রীকে বলিলাম, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আমি এইরূপ অবস্থায় দেখিয়াছি যাহা আমি সহ্য করিতে পারি না; তোমার নিকট খাওয়ার কিছু আছে কি? সে বলিল, আমার নিকট কিছু যবের আটা ও একটি বকরির ছোট বাচ্চা আছে। ঐ আটা গোলাইবার ও বকরির বাচ্চাটি জবেহ করিয়া পাকাইবার ব্যবস্থা করিয়া হযরতের নিকটে উপস্থিত হওয়ার জন্য রওয়ানা হইলাম। স্ত্রী আমাকে হুসিয়ার করিয়া দিল যে, আমাকে রসুলুল্লাহ (দঃ) ও তাঁহার সঙ্গিদের নিকট লজ্জিত করিবেন না। (অর্থাৎ খাদ্যের পরিমাণের অধিক লোককে দাওয়াত করিবেন না।) আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট চুপি চুপি বলিলাম, আমরা একটি ছোট বকরি জবেহ করিয়াছি এবং সামান্য কিছু যবের আটা তৈরী করিয়াছি; আপনি এক বা দুইজন সঙ্গি সহ আমার গৃহে তশরিফ লইয়া চলুন।

রসুলুল্লাহ (দঃ) খাদ্যের পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি উহা ব্যক্ত করিলাম। তিনি বলিলেদ, ইহা প্রচুর ও উত্তম। অতঃপর নবী (দঃ) উচ্চৈঃস্বরে সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, হে খনন কার্য্যে উপস্থিতবর্গ! জাবের দাওয়াতের ব্যবস্থা করিয়াছে, তোমরা সকলে চল। রসুল (দঃ) আমাকে বলিলেন, গোশতের ডেগ চুলা হইতে নামাইবে না এবং আমি পৌঁছিবার পুর্বে রুটি তৈরী আরম্ভ করিবে না। আমি গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। রসুল (দঃ) এবং তাঁহার পেছনে বহু লোক আমার গৃহপানে রওয়ানা হইলেন। আমি আমার স্ত্রীর নিকট ঘটনা ব্যক্ত করিলাম, সে আমার উপর চটিয়া নানারকম উক্তি করিল। আমি তাহাকে বলিলাম, আমি ত তোমার কথা অনুযায়ীই কাজ করিয়াছিলাম। সে বলিল, রসুল (দঃ) আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া (খাদ্যের পরিমাণ অবগত হইয়া) ছিলেন কি? আমি বলিলাম, হাঁ। সে বলিল, আল্লাহ ও আল্লার রসুলই জানেন। আমরা ত আমাদের অবস্থা জ্ঞাত করিয়া দিয়াছি। স্ত্রীর এই উক্তিতে আমিও দুশ্চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইলাম। নবী (দঃ) আমার গৃহে পৌঁছিলেন, আমি রুটি তৈরীর খামীর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। তিনি উহার উপর ফুংকার করিলেন এবং বরকতের দোয়া করিলেন। অতঃপর গোশতের ডেগেও ঐরূপ করিলেন এবং বলিলেন, রুটি প্রস্তুতকারিণীকে ডাক, তোমার সঙ্গে রুটি তৈরী আরম্ভ করুক এবং ডেগ হইতে পেয়ালা ভরিয়া তরকারী আনিতে থাক, ডেগ নামাইবে না।

আগন্তুক মেহমানের সংখ্যা এক হাজার ছিল; হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বলিলেন, তাহাদিগকে দলে দলে ডাকিয়া আন। তাহারা যেন একত্রে ভীড় না করে। দলে দলে তাহাদের সম্মুখে রুটি ও তরকারী উপস্থিত করা যাইতে লাগিল। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তাঁহারা সকলে পেট পুরিয় খাইয়া তৃপ্তি লাভে চলিয়া গেলেন, অথচ আমাদের ডেগ টগবগ করতঃ পূর্বের ন্যায়ই শব্দ করিতেছিল এবং খামীর হইতে রুটি তৈরী হইতেছিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, অবশিষ্টাংশ তোমরা খাও এবং অন্যান্যকে দান কর, অনেক লোকই অনাহারে আছে।

১৪৭৪। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) (খন্দকের ঘটনা সমাপ্তে) বলিয়াছেন, পূর্বদিক হইতে প্রবাহমান বাতাস দ্বারা আমার সাহায্য করা হইয়াছে। আমার পূর্ববর্তী 'আদ' গোত্র (হুদ (আঃ) নবীর উম্মত)কে পশ্চিমদিক হইতে প্রবাহমান বাতাস দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছিল।

● খন্দকের জেহাদে যে হীমবায়ু শত্রুপক্ষকে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছিল সেই বাতাস পূর্বদিক হইতে প্রবাহমান ছিল—আলোচ্য হাদীছে উহারই ইঙ্গিত।

১৪৭৫। **হাদীছ ঃ**—ছোলায়মান ইবনে ছোরাদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খন্দকের জেহাদকালে শত্রুপক্ষ পশ্চাদপদ হইয়া যাওয়ার পর নবী (দঃ) বলিয়াছিলেন, এখন হইতে তাহারা (মক্কার কাফেররা) আমাদের প্রতি আক্রমণ করিতে সাহসী হইবে না, বরং আমরাই তাহাদের প্রতি অভিযান চালাব।

১৪৭৬। **হাদীছ ঃ**—আলী (রাঃ)-এর বর্ণনা—নবী (দঃ) খন্দকের ঘটনায় এক দিন কাফেরদের প্রতি বদ-দোয়া করিলেন, আল্লাহ তাহাদের কবর আগুনে ভরিয়া দিন; তাহারা আমাদিগকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত আছর নামাযের অবকাশ দেয় নাই।

১৪৭৭। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা—রসুলুল্লাহ (দঃ) খন্দকের ঘটনায় প্রাপ্ত আল্লার সাহায্যের স্মরণে শুকরিয়ারূপে অনেক সময় বলিতেন—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَعَزَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ

الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ

"আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবূদ নাই, তিনি এক—অদ্বিতীয়, তিনি নিজের সৈনিকদেরকে জয়ী করিয়াছেন, তাঁহার বিশিষ্ট বন্দাকে সাহায্য করিয়াছেন, তিনি একাই শত্রুদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করিয়াছেন; এরপর আর ভয়ের কারণ নাই।"

১৪৭৮। **হাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (খন্দকের জেহাদে শত্রুপক্ষ পশ্চাদপদ হওয়ার পর) তাহাদের সঠিক অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার জন্য বলিলেন, শত্রুদের সঠিক খবর আনিয়া দিতে পারে কে? (ইহা বড়ই কঠিন

কাজ ছিল, কারণ শত্রুদের সঠিক খবর জ্ঞাত হওয়ার জন্য তাহাদের পশ্চাতে যাইতে হইবে; কোন প্রকারে যদি তাহারা টের পাইয়া বসে তবে তৎক্ষণাৎ জীবনের অবসান। তাই কেহ সাহস করিতেছিল না, কিন্তু) যোবায়ের (রাঃ) দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, আমি। রসুলুল্লাহ (দঃ) পুনরায় ঐরূপ আহ্বান জানাইলেন, এইবারও যোবায়ের (রাঃ) দণ্ডায়মান হইলেন। তৃতীয় বার হযরত (দঃ) আহ্বান জানাইলেন। এইবারও যোবায়ের (রাঃ) দাঁড়াইলেন। (দ্বীনের জন্য জীবন উৎসর্গে এইরূপ সাহস ও উৎসাহ দেখিয়া তাঁহার প্রশংসায়) রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, পুর্ববর্তী নবীগণের জন্য কোন কোন ব্যক্তি বিশেষ সাহায্যকারীরূপে থাকিতেন, আমার জন্য ঐরূপ বিশেষ সাহায্যকারী হইলেন যোবায়ের।

● মদীনার প্রতিপত্তিশালী অধিবাসী—ইহুদী জাতির বিভিন্ন গোত্র সমূহের প্রত্যেকের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্নরূপে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সহ-অবস্থান ও শান্তি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে "বনু কাইনুকা" গোত্র চুক্তি ভঙ্গ করতঃ মোসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলে হযরত (দঃ) তাহাদিগকে মদীনার এলাকা হইতে বহিষ্কৃত করেন। তদ্রূপ অন্যতম ইহুদী গোত্র বনু নজীরকে চুক্তি ভঙ্গ ও বিদ্রোহের অপরাধে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রত্যেকের ঘটনার বিবরণ পুর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

"বনু-কোরায়জা" ইহুদীদের বিশিষ্ট গোত্রসমূহের অন্যতম ধনে-জনে বলবান গোত্র ছিল। এযাবৎ তাহারা শান্তি চুক্তিতে কোন ব্যাঘাত ঘটাইয়া ছিল না, মোসলমানদের কাঁধে কাধ মিলাইয়া মদীনার এলাকায় বসবাস করিতেছিল। কিন্তু খন্দকের জেহাদের বিভীষিকাপুর্ণ বিপদ যখন মোসলমানদের মাথার উপর আসিয়া দাঁড়াইল ঠিক সেই মুহূর্তেই বনু-কোরায়জা গোত্র শুধু বিশ্বাসঘাতকতাই নহে, বরং প্রকাশ্য বিদ্রোহের ঢোল বাজান আরম্ভ করিয়া দিল এবং খন্দকের ঘটনার মুল কারণ—বনু নজীর গোত্রের সর্দার হোয়ায় ইবনে আখতাব ইহুদীর প্ররোচনায় তাহারাও মোসলমানদের শত্রুপক্ষের সঙ্গে একযোগে মোসলমানগণকে নিশ্চিহ্ন করার কার্য্যে ঝাপাইয়া পড়িল; যাহার উল্লেখ শুধু ইতিহাসেই নহে; কোরআন শরীফেও আছে। এই সঙ্কট মুহূর্তে তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহ মোসলমানদের পক্ষে এত ভীষণ দুঃখ জনক ও ক্ষতিকারক হইল যে, মুল ঘটনার চব্বিশ হাজার শত্রুবাহিনী দ্বারাও তাহা হইয়াছিল না। কারণ, মুল শত্রু বাহিনী যতই অধিক ছিল না কেন তাহারা বাহিরে ছিল, পরিখার সাহায্যে তাহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু বনু-কোরায়জা যখন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল তখন তাহারা ঘরের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল।

বনু-কোরায়জা গোত্র এমন মুহূর্তে ও পরিস্থিতিতে বিশ্বাসঘাতকতা করিল যে, তাহাদের এহেন কার্য্য দুনিয়ার কোন সভ্য জাতির নিকটই মার্জনীয় হইতে পারে না। এইরূপ পরিস্থিতিতে বিশ্বাসঘাতকতা মানবতার প্রতি চরম আঘাতই নহে শুধু, বরং মনুষ্যত্বের উপর আস্থা বিনষ্টকারী অপরাধ ছিল। তাহাদের এই অমার্জনীয় অপরাধের শাস্তি বিধানে কোন প্রকার বিলম্ব না করাই স্বয়ং বিধাতা আল্লাহ তায়ালার মর্জি ছিল। তাই খন্দকের

ঘটনার মুল শত্রু বাহিনী প্রতিহত হওয়ায় পর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করার সঙ্গে পঙ্গেই ফেরেশতা জিব্রিল (আঃ) তাঁহার সম্মুখে যুদ্ধ পোষাক পরিহিত উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি যুদ্ধ পোষাক খুলিয়া ফেলিয়াছেন? আমরা কিন্তু তাহা করি নাই। এই বলিয়া জিব্রিল ফেরেশতা বিশ্বাসঘাতক বনু-কোরায়জার বস্তির প্রতি ইশারা করিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইলেন। খন্দকের জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্তনকারী তিন হাজার মোজাহেদ বাহিনীকে অভিযান পরিচালনার আদেশ দেওয়া হইল। তখন আছরের নামাযের সময় নিকটবর্তী ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) ভাবিলেন, মোজাহেদগণ মদীনায় আমার মসজিদে আছরের নামায পড়িয়া তৎপর রওয়ানা হওয়ার অপেক্ষায় বিলম্ব করিতে পরে, তাই তিনি সকলকে বিশেষ তাকিদের সহিত আদেশ করিলেন, বনু-কোরায়জার বস্তিতে না পৌছিয়া কেহ যেন আছরের নামায না পড়ে। ছাহাবীগণ তৎক্ষণাৎ বনু-কোরায়জার বস্তির প্রতি যাত্রা করিলেন, এমনকি পথিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও অনেকে পথিমধ্যে নামায না পড়িয়া বনু কোরায়জার বস্তিতে পৌছিয়া আছরের নামায কাজা পড়িলেন।

বনু-কোরায়জার লোকগণ প্রথমে বিশেষরূপে রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শানে নানাপ্রকার কুৎসিত গালীগালাজ করতঃ উত্তেজনার সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া তাহাদের কিল্লার ভিতর আবদ্ধ হইয়া রহিল। রসুল (দঃ) স্বীয় মোজাহেদ বাহিনীকে কিল্লা ঘেরাও করিবার আদেশ দিলেন। প্রায় এক মাস এই অবরোধ অবস্থা চলিল। অবশেষে তাহারাই সালিসের প্রস্তাব পেশ করিল।

ইহজগতে স্বীয় কৃতকর্মের শাস্তিভোগ তাহাদের প্রাপ্য ছিল, নতুবা তাহারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ অতি সহজে সব কিছু মুছিয়া ফেলিতে পারিত। তাহাদের কিছু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করতঃ সেই সুযোগ লাভ করিয়াছিল, কিন্তু অধিকাংশ লোকেরা তাহা না করিয়া স্বীয় বন্ধুভাবাপন্ন "আউস্" গোত্রের সরদার—ছাহাবী সায়াদ ইবনে মোয়াজ (রাঃ)কে সালিসরূপে মনোনীত করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের এই মনোনয়নে সম্মতি দিলেন। সায়াদ (রাঃ) অসুস্থ ছিলেন, তাঁহাকে ঘটনাস্থলে লইয়া আসা হইল।

বনু-কোরায়জার অপরাধ এই ধরণের ছিল:

মদীনায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্যান্য ইহুদী গোত্রের ন্যায় বনু-কোরায়জা গোত্রের সঙ্গেও সহ-অবস্থান ও শান্তি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন। অতঃপর যখন বনু-নজীর গোত্র চুক্তি ভঙ্গ করার অপরাধে মদীনা হইতে বহিষ্কৃত হইল, তখন এই বনু-কোরায়জা বিশেষ দৃঢ়তা প্রকাশ করতঃ পুনরায় নূতন করিয়া চুক্তিবদ্ধ হইল।

সেইরূপ দৃঢ় চুক্তি তাহারা ভঙ্গ করিয়া মোসলমানদের জীবনের সর্বাধিক সঙ্কটময় মুহূর্তে—পূর্ব বর্ণিত খন্দকের জেহাদকালে এইরূপে বিদ্রোহ করিল যে, তাহাদের দ্বারা সৃষ্ট বিপদ মূল বিপদ হইতে অধিক আশঙ্কাময় হইয়া দাঁড়াইল।

এমনকি রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের সঠিক অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার জন্য কতিপয় ছাহাবীকে তাহাদের বস্তিতে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা তাহাদিগকে এমন বিদ্রোহীরূপে পাইলেন যেরূপ ধারণাও করা হইয়াছিল না। তাহারা ঐ ছাহাবীগণের সাক্ষাতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শানে বে-আদবী করিল। তাহারা পরিষ্কার ভাষায় বলিল, لا عهد بيننا وبين محمد 'মোহাম্মদের সঙ্গে আমাদের কোন সন্ধি নাই।' ঐ অনুসন্ধানকারী ছাহাবীগণ তাহাদেরে পূর্বে বর্ণিত "রাজী" ঘটনার বিশ্বাসঘাতকদের সমতুল্য বলিয়া রিপোর্ট দিলেন।

তাহাদের বিদ্রোহের সংবাদে হযরত (দঃ) মোসলমান নারী ও শিশুগণকে একটি কিল্লায় একত্র করিয়া দিয়াছিলেন, সেখানে হযরতের বিবিগণও ছিলেন। বিদ্রোহী বনু-কোরায়জা সেই কিল্লার উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়াছিল।

সুধী পাঠক! বিচার করুণ, এই শ্রেণীর বিদ্রোহী শত্রুদলকে প্রাণদণ্ড দেওয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য নয় কি? কোন জাতি কি এই শ্রেণীর বিদ্রোহীকে বরদাশ্‌ত করিতে পারে? এতদ্ভিন্ন ইহুদীদের অনুসরণীয় আসমানী কিতাব তৌরিতেও এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নিম্নরূপ নির্দ্ধারিত ছিল।

(১) যোদ্ধা তথা প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষগণকে প্রাণদণ্ড দান।

(২) বালক ও নারীগণকে এবং স্থাবর সমুদয় সম্পত্তিকে গণিমতের মাল তথা অধিকৃত সম্পদে পরিণত করা। (সীরাতুন-নবী ১ম খণ্ড ৩১৯ পৃঃ)

সায়াদ (রাঃ) বনু-কোরায়জার অপরাধ দৃষ্টে যেরূপ শাস্তির রায়দানে বাধ্য ছিলেন তাহা হইতে বিচ্যুত হইলেন না। ন্যায় ও হক-ইনসাফের উপর দৃঢ় থাকিয়া তিনি এই রায় দিলেন যে, বিদ্রোহী বনু-কোরায়জার যোদ্ধা পুরুষগণকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হউক। তাহাদের ধন-সম্পদকে গণিমত তথা বিজিত মাল গণ্য করা হউক। নারী ও নাবালকগণকে (তাহাদেরই মঙ্গল ও কল্যাণ তথা রক্ষণাবেক্ষণের সহজ ব্যবস্থার বিধানমতে) মোসলমান-গণের হস্তগত গণ্য করারও রায় দিলেন।

সায়াদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর রায় ও সুপারিশসমূহ বনু-কোরায়জার দুষ্কৃতির সমুচিত ইনসাফ ছিল, যাহা আল্লাহ তায়ালার নির্দ্ধারিত বিধান মোতাবেক ছিল। তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার রায় শ্রবণে বলিলেন, তুমি আল্লার ফয়সালা মোতাবেক রায় দিয়াছ।

অদৃষ্টের পরিহাস—বনু-কোরায়জা স্বীয় দুষ্কৃতির শাস্তি ভোগ করিবে ইহাই বিধাতার বিধান ও ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত ছিল। সায়াদ (রাঃ) যদিও বনু-কোরায়জার বন্ধু গোত্রীয় ছিলেন, কিন্তু তিনি একজন বিশেষ সম্মানিত সরদার স্বীয় গোত্রের প্রধান ছিলেন।

ইনসাফ ও ন্যায় বিরোধী রায় দানের কলঙ্ককে তিনি বরণ করিতে পারেন না, তাই বনু-কোরায়জা কর্তৃক সালিশ মনোনীত হইলেও কিন্তু তিনি ন্যায়ের বিরুদ্ধে তাহাদের পক্ষপাতিত্ব করিলেন না। তিনি দৃঢ়তার সহিত নিরপেক্ষ ও ন্যায় বিচারের রায় দিলেন। তিনি বনু-কোরায়জারই মনোনীত সালিশ ছিলেন; তাই তাঁহার রায় অস্বীকার করার উপায় তাহাদের ছিল না। তাঁহার রায় ও ফয়সালা কার্য্যকরী করা হইল—ছয় শত বিদ্রোহীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইল; এইরূপে বনু-কোরায়জার বিদ্রোহের ঘটনার সমাপ্তি ঘটিল।

১৪৭৯। **হাদীছ ঃ**— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খন্দকের জেহাদ সমাপনান্তে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন পূর্বক অস্ত্র-শস্ত্র খুলিয়া গোসল করিলেন, এমতাবস্থায় জিব্রাইল (আঃ) উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনি অস্ত্র-শস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়াছেন, আমরা এখনও তাহা করি নাই। এখনই যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হউন। রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন কোন দিকে যাত্রা করিব? জিব্রাইল (আঃ) বনু-কোরায়জার বস্তির প্রতি ইশারা করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তখন তাহাদের প্রতি অভিযানের প্রস্তুতি নিলেন।

১৪৮০। **হাদীছ ঃ**— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন বনু-কোরায়জার বস্তির প্রতি যাইতে ছিলেন তখন (জিব্রাইল আলাইহেচ্ছালামের অধীন ফেয়েশতা বাহিনীও তাঁহার সঙ্গে যাইতে ছিলেন, এমনকি (পথিমধ্যে) বনী-গন্‌ম্‌ গোত্রীয় বস্তির গলিতে জিব্রাইল-বাহিনীর গমনে ধূলা উড়িবার দৃশ্য এখনও যেন আমার চোখে ভাসে।

১৪৮১। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খন্দকের জেহাদ হইতে যেই দিন প্রত্যাবর্তন করা হইল সেই দিনই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকলকে এই আদেশ করিলেন যে, বনু-কোরায়জার বস্তিতে না পৌঁছিয়া কেহ যেন আছরের নামায না পড়ে।

একদল লোক পথিমধ্যে এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলেন যে, পথিমধ্যেই আছরের নামায পড়িতে হয় (নতুবা নামায কাজা হইয়া যায়, তখন) তাহাদের মধ্যে মতানৈক্য হইল; কতিপয় লোক এই কথার উপর দৃঢ় রহিলেন যে, (রসুলুল্লাহ (দঃ) বনু-কোরায়জার বস্তিতে না পৌঁছিয়া আছরের নামায পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন; আমরা তথায় না পৌঁছিয়া আছরের নামায পড়িব না।

অন্য কতিপয় লোক বলিলেন, ঐ নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য এই ছিল না (যে, নামায কাজা করিয়া দেওয়া হউক; উদ্দেশ্য ছিল, যথাসত্বর তথায় পৌঁছা; এই বলিয়া তাঁহারা পথেই নামায পড়িলেন, কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ তথায় নামায পড়িলেন না; নামায কাজা

হইল, বনু-কোরায়জার বস্তিতে পৌঁছিয়া তাঁহারা আছরের নামায কাজা পড়িলেন।) উভয় পক্ষের কার্য্যক্রম নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ব্যক্ত করা হইল, তিনি কোন পক্ষকেই তিরস্কার করিলেন না।

ব্যাখ্যা :—যাঁহারা পথিমধ্যে নামায পড়িলেন না তাঁহাদের ধারণা ভিত্তিহীন ছিল না, জেহাদের কার্য্যে বিশেষ লিপ্ততায় নামায কাজা করা যায়—যাহার নজীর ইতিপূর্বে খন্দকের জেহাদে দেখা গিয়াছে; সেই দিক লক্ষ্যে তাঁহারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিষেধাজ্ঞার বাহ্যিক দিকের উপর দৃষ্টি করিলেন।

যাঁহারা নামায পড়িলেন, তাঁহাদের কার্য্যক্রমও শরীয়তের বিধান মোতাবেক ছিল, কারণ উপস্থিত নিষেধাজ্ঞাটি একটি সাময়িক বিষয় ছিল এবং তাঁহার স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে থাকিয়া তাঁহার আদেশের অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া নামাযের ওয়াক্তের পাবন্দী সম্পর্কে কোরআন ও হাদীছের যে সব স্পষ্ট নির্দেশ ও বিধান রহিয়াছে ঐ সবের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন। যদি কোরআন-হাদীছের ঐ সব স্পষ্ট নির্দেশ বিদ্যমান না থাকিত তবে তাঁহারা উপস্থিত নিষেধাজ্ঞার উপরই আমল করিতেন। অর্থ ও উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণের কোন অবকাশ থাকিত না এবং উহার আবশ্যকও হইত না।

পাঠকবর্গ! এই ঘটনায় একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, কোন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন দলীল ও সূত্র দৃষ্টে কার্য্যাবলম্বনের বিভিন্নতা সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু উভয় পক্ষেই হাদীছ-কোরআনের স্পষ্ট নজীর, নির্দেশ বা বিধান বিদ্যমান থাকিতে হইবে; যেরূপ এই স্থলে ছিল। এক পক্ষে উপস্থিত নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে খন্দকের জেহাদ কালে জেহাদে লিপ্ততার দরুণ নামায সঠিক ওয়াক্ত হইতে বিলম্ব করার নজীরও বিদ্যমান ছিল, অপর পক্ষে কোরআনের স্পষ্ট বিধান—ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا "নির্দ্ধারিত ওয়াক্তে নামায পড়া মোসলমানদের উপর ফরজ" এবং ছহীহ হাদীছের স্পষ্ট উক্তি—من فاتته صلوة العصر فكانما وتر اهله وماله "কাহারও আছরের নামায ছুটিয়া গেলে তাহার এতদূর ক্ষতি হয় যেন তাহার ধন-জন সর্বস্ব ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।" এই সমস্ত স্পষ্ট বিধান ও নির্দেশাবলী দৃষ্টে উপস্থিত নিষেধাজ্ঞার মূল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ স্পষ্ট প্রমাণাদি ব্যতিরেকে শুধু যুক্তির ভাওতা ধরিয়া কোরআন-হাদীছের সুস্পষ্ট অর্থ ত্যাগ করা ভ্রষ্টতা ও গোমরাহী।

১৪৮২। হাদীছ :—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বনু কোরায়জার লোকগণ সায়াদ ইবনে মোয়াজ (রাঃ) ছাহাবীর সালিস ও ফয়সালা মানিয়া লইবে এই শর্তে কিল্লা হইতে বাহির হইয়া আসিল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সায়াদ (রাঃ)কে খবর পাঠাইয়া দিলেন। তিনি গাধায় আরোহণ করিয়া ঘটনাস্থলে পৌঁছিলেন। নবী (দঃ) ঐ এলাকায় নামাযের জন্য একটি স্থান নির্দিষ্ট করিয়া ছিলেন; সায়াদ (রাঃ) তথায়

অবস্থান করিতেছিলেন। সায়াদ (রাঃ) স্বীয় গোত্রের সরদার ছিলেন, যখন তিনি সালিস-স্থলের নিকটবর্তী পৌঁছিলেন তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) উপস্থিত মদীনাবাসী ছাহাবীগনকে বলিলেন, তোমাদের সরদারের প্রতি অগ্রসর হও (এবং তাহাকে নামাইয়া আন।)

অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, বনু-কোরায়জাগণ আপনার সালিসী ও ফয়সালার উপর আত্মসমর্পণ করিয়াছে। সায়াদ (রাঃ) রায় দান করিলেন—তাহাদের যোদ্ধাগণকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হউক এবং শিশু ও নারীগণকে বন্দী বা হস্তগত গণ্য করা হউক। তাঁহার এই রায় শ্রবণে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আপনি আল্লাহ তায়ালার মর্জি মোয়াফিক রায় দান করিয়াছেন।

১৪৮৩। **হাদীছ** :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খন্দকের জেহাদে সায়াদ (রাঃ) স্বীয় হস্তের শিরা-নাড়ীতে তীর বিদ্ধ হইয়া আহত হইলেন। কোরায়েশ গোত্রীয় হেব্বান নামক এক ব্যক্তি ঐ তীর নিক্ষেপ করিয়াছিল।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার দেখাশুনা করার উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী নামায-স্থানে একটি তাঁবু টানাইয়া তথায় তাঁহাকে রাখিয়াছিলেন।

খন্দকের জেহাদ হইতে অবসর হইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং হাতিয়ার-পত্র খুলিয়া গোসল করিলেন। এমন সময় জিব্রাইল (আঃ) মাথার ধুলা-বালু ঝাড়িতে ঝাড়িতে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, আপনি হাতিয়ার খুলিয়া ফেলিয়াছেন, আমি এখনও হাতিয়ার খুলি নাই ; চলুন ওদের প্রতি। রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন দিকে যাত্রা করিব ? জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন, বনু-কোরায়জাগণের বস্তির প্রতি। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাই করিলেন। (বনু-কোরায়জাগণ কিল্লার ভিতর আশ্রয় নিল। তাহাদিগকে ঘেরাও করিয়া আবদ্ধ রাখা হইল।) অতঃপর তাহারা প্রথমে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ফয়সালার উপর আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সায়াদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ফয়সালার উপর আত্মসমর্পণ করিল।

সায়াদ (রাঃ) তাহাদের অপরাধ দৃষ্টে এই রায় দিলেন যে, তাহাদের যোদ্ধাগণকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হউক এবং নারী ও শিশুগণকে হস্তগত করা হউক এবং ধন-সম্পত্তি গণিমতরূপে বন্টন করা হউক।

আয়েশা (রাঃ) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন, সায়াদ (রাঃ) বনু-কোরায়জার ঘটনার পর আল্লাহ তায়ালার দরবারে এই দোয়া করিয়াছিলেন—হে আল্লাহ! তুমি জান—যে লোকেরা তোমার রসুলকে মিথ্যাবাদী বলিয়া তাঁহার দেশ হইতে তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়াছে (অর্থাৎ মক্কাবাসী কোরায়েশ) তাহাদের বিরুদ্ধে তোমার সন্তুষ্টির জন্য জেহাদ করাই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। (খন্দকের ঘটনার পর মক্কাবাসী কোরায়েশদের যেহেতু আর কোন সময় আক্রমণ করার সাহস হইবে না বলিয়া স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ)

ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, তাই) আমার মনে হয়, আমাদের ও তাহাদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান হইয়াছে। যদি এখনও কোরায়েশদের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকিয়া থাকে তবে আমাকে রোগমুক্ত করিয়া জেন্দেগী দান কর যেন আমি তোমার রাস্তায় তাহাদের মোকাবিলায় জেহাদ করিতে পারি। আর যদি বাস্তবিকই তাহাদের মোকাবিলায় জেহাদের অবসান হইয়া থাকে তবে (তাহাদের মোকাবিলায় সর্বশেষ জেহাদে প্রাপ্ত আমার) এই আঘাতে রক্ত প্রবাহিত করিয়া এই সূত্রে আমার মৃত্যু ঘটাও। (যেন জেহাদে প্রাণ দেওয়ার মর্তবা লাভ হয়।) এই দোয়া করার পর তাঁহার ঐ ক্ষত হঠাৎ প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া পড়িল এবং হৃৎপিণ্ডের সমস্ত রক্ত নিঃশেষ হওয়ায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন "রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।"

ব্যাখ্যা :—সায়াদ (রাঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকট কত পেয়ারা ছিলেন! রসুলুল্লাহ (দঃ) খবর দিয়াছেন, তাঁহার জানাযায় সত্তর হাজার ফেরেশতা যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুতে আল্লাহ তায়ালার মহান আরশ পর্যন্ত শোক বিহ্বল হইয়াছিল।

১৪৮৪। হাদীছ :—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বনু-কোরায়জার ঘটনার দিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কবি ছাহাবী হাচ্ছান (রাঃ)কে বলিয়াছিলেন, বিধর্মীদের নিন্দা করিয়া কবিতা রচনা কর; জিব্রাঈল ফেরেশতা তোমার সাহায্যে থাকিবেন।

জাতুর-রেকার জেহাদ

এই জেহাদ অনুষ্ঠিত হওয়ার সন ও তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের অনেক মতভেদ আছে। নজ্‌দ এলাকায় গাতাফান বংশীয় কতিপয় শাখা গোত্র ছিল। হযরত (দঃ) এই মর্মে এক সংবাদ পাইলেন যে, ঐ গোত্রসমূহ একতাবদ্ধ হইয়া মোসলমানদের বিরুদ্ধে সেনা বাহিনী গঠন করিতেছে। এই সংবাদ পাইয়া হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) পূর্বাহ্নেই তাহাদের শক্তি নষ্ট করার জন্য পাঁচ-সাত শত মোজাহেদ বাহিনী সঙ্গে লইয়া স্বয়ং তাহাদের প্রতি অভিযান পরিচালিত করিলেন। মদীনা হইতে দুই দিনের পথ দূরে অবস্থিত "নখ্‌ল" নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছিলেন। শেষ পর্যন্ত শত্রুপক্ষ পাহাড় পর্বত এলাকায় ছত্রভঙ্গ হইয়া যাওয়ায় যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় নাই। পনর দিন পর হযরত (দঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

১৪৮৫। হাদীছ :—আবু মূছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা এক জেহাদ উপলক্ষে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে যাত্রা করিলাম। (আমাদের যানবাহনের সংখ্যা-স্বল্পতার দরুণ কতিপয় ব্যক্তি এক একটি যানবাহন একের পর অন্যে আরোহণ করিয়া পথ অতিক্রম করিতেছিল।) আমাদের প্রত্যেক ছয় জনের মধ্যে একটি মাত্র যানবাহন ছিল। পাহাড়ীয় রাস্তায় পায়ে হাটার দরুণ আমাদের পা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, এমনকি পাথরের সঙ্গে আঘাত খাইয়া খাইয়া আমাদের পায়ের নখ সমূহ

ঝরিয়া গিয়াছিল। যদ্দরুণ আমরা সকলেই পায়ে নেকড়া পেঁাচাইয়া রাখিয়া ছিলাম। সেই সূত্রেই এই জেহাদকে "জাতুর-রেকা" নামে নামকরণ করা হইয়াছে। ("রেকা" বহুবচন "রোক্‌আতুন"-এর; অর্থ নেকড়া; জাতুর-রেকা অর্থ নেকড়াওয়ালা।)

আবু মুছা (রাঃ) উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া অনুতপ্ত হইলেন যে, স্বীয় নেক আমল লোক সম্মুখে প্রকাশ করিলেন যাহাতে রিয়া—লোকদের হইতে প্রশংসা লাভের স্পৃহা বুঝায়।

১৪৮৬। হাদীছ:— ঘটনাস্থলে উপস্থিত কোন একজন ছাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জাতুর-রেকার জেহাদের দিন রণাঙ্গনের জন্য বিশেষ কায়দারূপে নামায পড়িয়াছিলেন। সকলে হযরতের পেছনে নামায আদায় করার এই পন্থা অবলম্বন করিলেন যে, একদল মোজাহেদ শত্রুর আশঙ্কা দিকে দণ্ডায়মান রহিলেন, আর একদল হযরতের সঙ্গে একতেদা করিয়া নামায আরম্ভ করিলেন; এক রাকাত নামায হইলে পর রসুলুল্লাহ (দঃ) দ্বিতীয় রাকাতকে অতি দীর্ঘ করিলেন; তিনি এই দ্বিতীয় রাকাত পড়িতে ছিলেন—এই অবসরে মোক্তাদীগণ নিজ নিজ দ্বিতীয় রাকাত সমাপ্ত করতঃ সালাম ফিরিয়া শত্রুর আশঙ্কা দিকে যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং প্রথমে যেই দল তথায় ছিলেন তাঁহারা আসিয়া হযরতের সঙ্গে দ্বিতীয় রাকাতে শামিল হইলেন; হযরত এখনও দ্বিতীয় রাকাত পড়িতেছিলেন। অতঃপর রুকু-সেজদা করিয়া রাকাত পুরা করিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) আত্তাহিয়্যাত পড়ার জন্য বসিলেন এবং দীর্ঘ সময় বসিলেন; এই অবসরে মোক্তাদীগণ না বসিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন এবং দ্বিতীয় রাকাত পড়িয়া বসিলেন এবং আত্তাহিয়্যাত পড়িলেন, অতঃপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে আসাল্লাম তাহাদের সহ সালাম ফিরাইলেন।

ব্যাখ্যা:- সাধারণ অবস্থায় ইমামের সঙ্গে নামায পড়িলে ঐরূপ কার্য্যকলাপ নামায বিনষ্টকারী গণ্য হয়, কিন্তু রণাঙ্গনে যখন সকলে একত্রে নামায আরম্ভ করিলে শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা থাকে তখন নামায এবং এক জামাত কায়েম রাখার জন্য শরীয়তে বিশেষ ব্যবস্থা স্বরূপ ঐরূপ পন্থা প্রবর্তন করিয়াছে। এমনকি অবস্থা দৃষ্টে অন্যান্য কায়দা অবলম্বন করাও বিভিন্ন হাদীছে উল্লেখ আছে; তবুও যেন নামায এবং এক জামাত কায়েম থাকে।

১৪৮৭। হাদীছ:—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নজ্‌দ এলাকার প্রতি এক অভিযানে তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গী ছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে একদা সকলেই দুপুর বেলা কোন এক ময়দানে বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। সেই ময়দানে "এজাহ্‌" নামক এক প্রকার কাঁটাযুক্ত গাছের আধিক্য ছিল। সকলে বিভিন্ন স্থানে ঐ গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন, হযরত (দঃ) একা একটি বাবুল গাছের ছায়া গ্রহণ করিলেন। হজরত (দঃ) স্বীয় তরবারী ঐ গাছের সঙ্গে লটকাইয়া রাখিয়া আরাম করিলেন।

জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা সকলেই নিদ্রামগ্ন ছিলাম হঠাৎ আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ডাক শুনিলাম; আমরা সকলেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম; আমরা তথায় এক বেদুইনকে বসা অবস্থায় দেখিতে পাইলাম।

রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে সম্বোধন পূর্বক তাহার প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, আমি নিদ্রিত ছিলাম; এই লোকটি আমার তরবারী হস্তগত করতঃ উহা উন্মুক্ত অবস্থায় আমার উপর ধরে, আমি নিদ্রাভঙ্গ হইয়া তাহাকে এই অবস্থায় দেখিতে পাই। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি আমাকে ভয় করেন কি? আমি বলিলাম না। সে বলিল, এই অবস্থায় আমার হাত হইতে আপানাকে কে রক্ষা করিবে? সে একাধিকবার এইরূপ বলিল। আমি উত্তরে বলিলাম—আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ! (ইহা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাত হইতে তরবারী পড়িয়া গেল, অতঃপর এইরূপও হইয়াছে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ তরবারীখানা নিজ হস্তে উত্তোলন করতঃ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমার হাত হইতে তোমাকে কে রক্ষা করিবে? সে বলিয়াছে, কেহ নাই; আপনি স্বীয় উদারতা প্রকাশ করুন।) এই দেখ সে এখানে বসিয়া আছে। ছাহাবীগণ ঐ ব্যক্তিকে ধমকাইলেন; রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার প্রতি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন না। (হযরত (দঃ) তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন, সে নিজ বস্তিতে আসিয়া সকলকে বলিল, আমি এক অদ্বিতীয় ব্যক্তিবিশেষের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া আসিয়াছি। অতঃপর সে নিজেও ইসলাম গ্রহণ করিল এবং বহু লোককে ইসলামে দীক্ষিত করিল।

১৪৮৮। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আনমার জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে দেখিয়াছি। তখন নবী (দঃ) স্বীয় বাহনের উপর নফল নামায পড়িতেছিলেন। তাঁহার বাহন পূর্বদিকে ছিল; তিনি সেই দিকেই নামায পড়িতেছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—ভ্রমণ অবস্থায় বাহনের উপর নফল নামায পড়ার জন্য প্রয়োজন ক্ষেত্রে কেবলামুখী না হইলেও চলে; অবশ্য ফরজ বা ওয়াজেব নামায ঐরূপে শুদ্ধ হয় না।

হোদায়বিয়ার জেহাদ

মক্কা হইতে প্রায় দশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত একটি এলাকার নাম হোদায়বিয়া। ঐ স্থানে একটি কূপ ও বিরাট একটি ময়দান আছে। বর্তমানে ঐ এলাকাকে "শোমায়ছিয়া" নামে অভিহিত করা হয়। এই ঘটনায় হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কোন প্রকার আক্রমণ বা লড়াই-জেহাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া ছিলেন না, বরং বিশেষরূপে এই সবকে পরিহার করিয়া শুধু মাত্র ওমরা (হজ্বের ন্যায় একটি বিশেষ এবাদত) আদায় করার উদ্দেশ্যে মদীনা হইতে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। মক্কার নিকটবর্তী হোদায়বিয়া এলাকায় পৌঁছিয়া মোসলমানগণ মক্কার কাফেরগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। অবশেষে উভয় পক্ষে ছোলাহ বা সন্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণেই ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনাকে "ছোলহে-হোদায়বিয়া—হোদায়বিয়ার সন্ধি" নামে ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

অবশ্য বাধাদানের প্রাথমিক অবস্থায় সংঘর্ষের পরিস্থিতি দেখিয়া মোসলমানগণ জেহাদের জন্য শুধু প্রস্তুতই হইয়াছিলেন না, বরং বিশেষ উত্তেজনার মধ্যে রসুলুল্লাহ (দঃ) উপস্থিত প্রত্যেক মোসলমানের নিকট হইতে হাতে হাত দিয় এইরূপ দৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, "হয় মক্কা জয়, না হয় জীবন ক্ষয়।" জেহাদের জন্য এইরূপ প্রস্তুতি অনুষ্ঠিত হওয়ায় এই ঘটনাকে হোদায়বিয়ার জেহাদও বলা হয়। যদিও অবশেষে জেহাদ না হইয়া ছোলেহ বা সন্ধি হইয়াছিল।

চতুর্থ হিজরীর শেষের দিকে বা পঞ্চম হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধে কাফেরদের চূড়ান্ত অভিযান এবং সর্বশক্তি নিয়োজিত আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পর মোসলমানদের বিরুদ্ধশক্তি বিশেষতঃ কোরেশ ও ইহুদীদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহাদের উপর মোসলমানদের প্রভাব বসিয়া যায়। পক্ষান্তরে মোসলমানদের বুকে নব বলের সঞ্চার হয়, পূর্বাপেক্ষা তাঁহারা অধিক নির্ভীক হইয়া পড়েন। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে ইঙ্গিত পাইয়া হযরত (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণীররূপে উক্ত অবস্থার সংবাদও মোসলমানদের মধ্যে ঘোষণা করেন, যেমন ১৪৭৫ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

ঘটনার পূর্ণ বিবরণ এই ঃ

ষষ্ঠ হিজরী সনে একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বপ্ন দেখিলেন যে, তিনি নির্বিঘ্নে ছাহাবীগণ সহ মক্কায় হরম শরীফের মসজিদে প্রবেশ করিয়াছেন এবং কেহ মাথার চুল কাটিয়াছেন কেহ মুণ্ডন করিয়াছেন। (যাহা হজ্জ ওমরা সমাধা করার একটি বিশেষ কার্য্য।)

হযরত (দঃ) তাঁহার এই স্বপ্ন ছাহাবীগণের নিকট প্রকাশ করিলেন এবং জিলকদ মাসে ওমরা করার জন্য মক্কা রওয়ানা হইবেন স্থির করিলেন। নবীগণের স্বপ্ন অহী—উহাতে অবাস্তবের কোন অবকাশ নাই, কিন্তু ঐ স্বপ্নের মধ্যে মক্কায় নির্বিঘ্নে প্রবেশের দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল না। অশ্ব স্বপ্ন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক ওমরায় গমনের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ছাহাবীগণ এই ধারণা করিলেন যে, ঐ স্বপ্নের বাস্তবতা এই বৎসরই প্রকাশ পাইবে—মোসলমানগণ নির্বিঘ্নে মক্কায় যাইয়া ওমরা সমাধা করিতে পারিবে। এই পরিস্থিতিতে ছাহাবীগণের মধ্যে ওমরায় যোগদানের বিশেষ সাড়া পড়িয়া গেল। প্রায় দেড় হাজার ছাহাবী রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গী হইলেন। জিলকদ মাসে রসুলুল্লাহ (দঃ) মদীনা হইতে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। হরম শরীফে আল্লার নামে জবেহ করার জন্য যেই জানোয়ার সঙ্গে লওয়া হয় উহাকে 'হাদী' বলা হয়। এইরূপ সত্তরটি উট হযরতের সঙ্গে ছিল, যাহার মধ্যে ঐ উটটিও ছিল যেইটি বদরের জেহাদে নিহত মক্কার সরদার আবু জহলের ছিল।

মোসলমানগণ উহাকে হস্তগত করেন এবং গণীমতের মালামাল বণ্টনে উহা হযরতের মালিকানায় আসে।

মদীনা হইতে অনতিদূরে—জোলহোলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ও ছাহাবীগণ ওমরার এহরাম বাঁধিলেন এবং তথা হইতে গোপন খবর সরবরাহকারী একজন লোককে অগ্রগামী করিয়া পাঠাইয়া দিলেন; মক্কাবাসীদের অবস্থা ও মনোভাবের সংবাদ সরবরাহ করার জন্য। এইসব ব্যবস্থার পর রসুলুল্লাহ (দঃ) অগ্রসর হইতে লাগিলেন। "ওসফান" নামক বস্তির নিকটবর্তী পৌঁছিলে পর গুপ্তচর তথায় উপস্থিত হইয়া এই সংবাদ দিল, মক্কাবাসী কোরায়েশ এবং তাহাদের কতিপয় বন্ধু গোত্র একত্রিত হইয়াছে এবং স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, তাহারা আপনাকে মক্কায় পৌঁছিতে দিবে না; আপনাকে নিশ্চয় বাধা দিবে এবং আবশ্যক হইলে যুদ্ধ করিবে।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরামর্শক্রমে ইহাই স্থির হইল যে, আমরা যেই উদ্দেশ্যে আসিয়াছি শান্তিপূর্ণভাবে সেই উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইব। যদি কেহ বাধা দেয় তবে প্রয়োজন হইলে আক্রমণ প্রতিহত করিতে জেহাদ করিব। অথচ মোসলমানগণ এতদূর শান্তিপূর্ণ মনোভাব লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যুদ্ধের নিয়মিত অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে আনেন নাই, শুধুমাত্র পথিকের সম্বল তরবারী সঙ্গে ছিল, কিন্তু তাঁহাদের মনোবল অতি উচ্চ ও সুদৃঢ় ছিল।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সকলকে আদেশ করিলেন আল্লার নাম লইয়া অগ্রসর হও। কতদূর অগ্রসর হওয়ার পর রসুলুল্লাহ (দঃ) জানিতে পারিলেন, মক্কা যাতায়াতের সাধারণ পথে খালেদ ইবনে অলীদ (তিনি তখনও মোসলমান হন নাই) একটি বিশেষ বাহিনী লইয়া প্রতীক্ষামান আছে, তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) ভিন্ন রাস্তা অবলম্বন করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন পাহাড়ীয় রাস্তার ঐ মোড়ে পৌঁছিলেন যেই মোড়ের সম্মুখেই মক্কার সন্নিকটস্থ এলাকা হোদায়বিয়ার ময়দান অবস্থিত, তখন তাঁহার যানবাহন হঠাৎ বসিয়া পড়িল। উহাকে দাঁড় করাইবার জন্য চেষ্টা করা হইল, কিন্তু সে দাঁড়াইল না। হযরত (দঃ) স্বীয় যানবাহনের এই অস্বাভাবিক ব্যাপারকে বিশেষ কোন ঘটনা সম্পর্কে আল্লার পক্ষ হইতে ইঙ্গিত দান বলিয়া ব্যক্ত করিলেন। অতঃপর যানবাহনকে পুনঃ তাড়া করা হইলে সে দাঁড়াইয়া পড়িল, কিন্তু সম্মুখে না যাইয়া রাস্তার পার্শে নামিয়া গেল। রসুলুল্লাহ মক্কার পথে অগ্রসর না হইয়া সম্মুখস্থ হোদায়বিয়ার ময়দানে অবতরণ করিলেন এবং প্রতীক্ষায় রহিলেন যে, মক্কাবাসীদের পক্ষ হইতে কি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ মনোভাব অবলম্বনের সিদ্ধান্তও ঘোষণা করিলেন।

এমনকি রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজ পক্ষ হইতে বিশিষ্ট দূত হিসাবে ওসমান (রাঃ)কে মক্কাবাসীদের নিকট প্রেরণ করিলেন—এই সম্পর্কে নিশ্চয়তা দান করিবার জন্য যে, আমরা শুধু ওমরা আদায় করার নিয়্যতে আসিয়াছি, আমরা ওমরার কার্য্যাবলী সমাপণ করিয়া চলিয়া যাইব।

মক্কাবাসীরা এতই বর্বরতার পরিচয় দিল যে, ঐরূপ শান্তিপূর্ণ মনোভাবের মোকাবিলায় তাহারা দূত ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার উদারতাটুকুও দেখাইতে পারিল না। তিনি স্বীয় এক আত্মীয়—বিশিষ্ট ব্যক্তির আশ্রিতরূপে মক্কায় প্রবেশ করিতে পারিলেন বটে এবং সেই সূত্রে তিনি অক্ষতও রহিলেন, কিন্তু মক্কাবাসীগণ হযরতের প্রেরিত কথার প্রতি কর্ণপাতও করিল না, বরং ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে তাহারা এমন ব্যবহার করিল যদ্দরুন এই খবর ছড়াইয়া পড়িল যে, ওসমান (রাঃ)কে শহীদ করিয়া ফেলা হইয়াছে। এই খবর মোসলমানদের মধ্যে বিজলী গতিতে ছড়াইয়া পড়িল। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সংবাদে ভীষণ মর্মাহত হইলেন, তৎক্ষণাৎ মোসলমানগণকে একত্রিত করিলেন এবং হাতে হাত দিয়া প্রত্যেকের নিকট হইতে এই দৃঢ় অঙ্গীকার লইলেন যে, "হয় মক্কা বিজয়, না হয় জীবন ক্ষয়।"

ছাহাবীগণ সকলেই তখন বিশেষ একনিষ্ঠতা ও পূর্ণ উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলেন; ইহাকেই "বায়রা'তে রেজ্‌ওয়ান" বলা হয়; যাহার ফজিলত বর্ণনার্থে কোরআন শরীফের কতিপয় আয়াত নাযেল হয়। যথা—

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۚ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ.....

"যাহারা আপনার হাতে হাত দিয়া অঙ্গীকারাবদ্ধ হইতেছে; তাহাদের হাতের উপর (বাহ্যিক রূপে আপনার হাত, কিন্তু বস্তুতঃ যেন—) আল্লার হাত। অতএব যে কেহ এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবে সে উহার কুফল নিশ্চয় ভোগ করিবে এবং যে ব্যক্তি আল্লার নিকট প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করিয়া চলিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অতি বড় প্রতিফল দান করিবেন।

(২৬ পাঃ ৯ রুঃ)

আল্লাহ তায়ালা আরও সুসংবাদ দান করিলেন—

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ۚ

"যে সকল মোমেনগণ বাবুল গাছের তলায় আপনার নিকট (ইসলামের খেদমতে জীবন উৎসর্গ করার) অঙ্গীকার করিতেছিল, আল্লাহ তায়ালা (ঘোষণা দিতেছেন যে, তিনি) তাঁহাদের প্রতি অত্যধিক সন্তুষ্ট হইয়াছেন।" (২৬ পাঃ ১০ রুঃ)

"বায়আ'তে রেজ্‌ওয়ান" নামের উৎসও ইহাই। "বায়আ'ত" অর্থ অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া এবং "রেজ্‌ওয়ান" অর্থ সন্তুষ্টি; এই অঙ্গীকারের উপর আল্লাহ তায়ালা স্বীয় সন্তুষ্টির ঘোষণা প্রদান করিয়াছেন, তাই ইহাকে ঐ নামে ব্যক্ত করা হয়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ওসমান (রাঃ) প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখন প্রকাশ হইয়া গেল যে, তাঁহার শহীদ হওয়ার সংবাদ সঠিক ছিল না। কিন্তু মক্কাবাসী কোরায়েশদের উপর এই সুদৃঢ় প্রস্তুতির

ঘটনার প্রতিক্রিয়া নিশ্চয় হইল। তাহাদের গোড়ামির উপর কিঞ্চিৎ পানির ছিটা পড়িল। ইতিমধ্যে মক্কার নিকটস্থ অধিবাসী "খোযায়া" গোত্র মোসলমানদের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক ভাল ছিল, সেই গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল বোদায়েল ইবনে অরাক্কা নামক সর্দারের নেতৃত্বে হযরতের নিকট উপস্থিত হইল। সে রসুলুল্লাহ (দঃ)কে কোরায়েশদের যুদ্ধংদেহী মনোভাবের বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার নিকট স্বীয় শান্তিপুর্ণ মনোভাবেরই পুনরাবৃত্তি করিলেন এবং ইহাও বলিলেন, কোরায়েশরা ইচ্ছা করিলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য তাহাদের সঙ্গে আমাদের সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হইতে পারে। ইত্যবসরে যদি আমি আরবের অন্যান্য লোকদের দ্বারা নিঃশেষ হইয়া যাই তবে কোরায়েশরা বিনা কষ্টে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিবে। আর যদি আমি সকলের উপর প্রবল হইয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হই তবে কোরায়েশরা ধীর-স্থিরতার সহিত চিন্তা করিয়া স্বীয় কর্ম-পন্থা নির্দ্ধারণের সুযোগ পাইবে। এই সব প্রস্তাবে কর্ণপাত না করিয়া যদি তাহারা যুদ্ধের হুঙ্কারই ছাড়িতে থাকে তবে তাহারা জানিয়া রাখুক যে, আমি মহান আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, দ্বীন ইসলামের জন্য সর্বশেষ রক্ত-বিন্দু দান করিতেও কুণ্ঠিত হইব না—তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইয়া যাইব।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই প্রস্তাব ও দৃঢ় মনোভাব কোরায়েশগণকে অবগত করার অনুমতি লইয়া বোদায়েল ইবনে অরাক্কা অবিলম্বে মক্কাবাসীদের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাদের সম্মুখে প্রকাশ করিল যে আমি মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) এর নিকট হইতে কতকগুলি কথা শুনিয়া আসিয়াছি যাহা তোমাদের সম্মুখে ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি। তাহাদের মধ্যে যুবক দল ঐরূপ কোন কথা শ্রবণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল, কিন্তু মুরব্বি শ্রেণীর লোকগণ উহাতে সম্মত হইল। যখন হযরতের প্রস্তাব সমূহ তাহাদের সম্মুখে রাখা হইল তখন তাহাদের প্রভাবশালী এক বিশিষ্ট ব্যক্তি—ওরওয়া ইবনে মসউদ দাঁড়াইয়া বলিল, এইসব প্রস্তাব যুক্তি সঙ্গত, আমার উপর যদি তোমাদের পুর্ণ আস্থা থাকিয়া থাকে, তবে মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের) সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তা বলিবার সম্মতি আমাকে দিতে পার।

ওরওয়ার প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইল। ওরওয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) সমীপে উপস্থিত হইয়া কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য তাঁহাকে বুঝ প্রবোধ দান করতঃ ছাহাবীগণ সম্পর্কে একটি জঘন্য মন্তব্য করিল। আবুবকর (রাঃ) তিক্ত ভাষায় প্রতিউত্তর করিলেন। এতদ্ভিন্ন হযরতের সঙ্গে অশোভনীয় ব্যবহারের দরুণও তাহাকে নাজেহাল হইতে হইল। এই সমস্ত ঘটনার মাধ্যমে এবং দীর্ঘ সময় ছাহাবীদের মধ্যে অবস্থানের সুযোগে সে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি ছাহাবীগণের অসীম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও চরম উৎসর্গতার দৃশ্য দেখিয়া অত্যধিক মুগ্ধ হইল। কোরায়েশদের নিকট প্রত্যাবর্তনে সে ঐ দৃশ্যের বর্ণনা দান পুর্বক তাহাদিগকে হযরতের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার পরামর্শ দিল।

অতঃপর কোরায়েশ বংশের বন্ধু "কেনানা" গোত্রের "হোলায়েস" নামক এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, আমি এই ঘটনায় মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)-এর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলার অনুমতি চাই। কোরায়েশরা সম্মত হইল। হোলায়েস আসিতেছিল, ছাহাবীগণ কোরবানীর জানোয়ার সমূহকে লইয়া "লাব্বাইকা—" পড়িতে পড়িতে তাহার অভ্যর্থনায় অগ্রসর হইয়া আসিলেন। ছাহাবীগণের এই অকৃত্রিম দৃশ্য দেখিয়া মধ্য পথ হইতেই হোলায়েস প্রত্যাবর্তন করিল এবং মোসলমানদেরে মক্কা প্রবেশে বাধা দান হইতে বিরত থাকার জন্য কোরায়েশগণকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিল। তাহারা তাহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করায় সে তাহাদিগকে এই বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করিল যে, আমরা তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করতঃ সকলকে লইয়া ছিন্ন হইয়া যাইব। কোরায়েশরা বেগতিক দেখিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য এই সম্পর্কে অধিক আলাপ-আলোচনার দ্বারা মীমাংসায় উপনীত হওয়ার প্রতি অগ্রসর হইল এবং মেকরায ইবনে হাফছ নামক এক ব্যক্তিকে মীমাংসার কথাবার্তা চালাইবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিল। সে ছিল দুষ্ট প্রকৃতির, সে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া কথাবার্তা বলিতে-ছিল এমতাবস্থায় সোহায়েল ইবনে আমর নামক দ্বিতীয় এক ব্যক্তি কোরায়েশগণের পক্ষ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, মনে হয় কোরায়েশরা বাস্তবিকই মীমাংসার ইচ্ছা করিয়াছে। সোহায়েলের সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ হইল।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতঃ বলিলেন, আমাদের একমাত্র দাবী এই যে, আল্লার ঘরে পৌছিতে আমাদিগকে বাধা প্রধান করা না হউক। সোহায়েল বলিল, এই পরিস্থিতিতে আপনাকে মক্কার পথ ছাড়িয়া দিলে সমগ্র আরববাসী এই বলিয়া আমাদের প্রতি কটাক্ষপাত করিবে যে, আমরা মোসলমানদের ভয়ে ভীত হইয়া তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিয়াছি। এই বলিয়া কটাক্ষ করার কলঙ্ক আমরা বরণ করিতে পারি না। অতএব আপনাকে এই বৎসর ফেরৎ যাইতে হইবেই, অবশ্য কতিপয় শর্তে আপনার সঙ্গে আমাদের সন্ধি হইতে পারে এবং সেই সুত্রে আপনি আগামী বৎসর স্বীয় উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে পারিবেন।

শর্ত সমুহ নিম্নরূপ ছিল :

(১) এই বৎসর অবশ্যই ফেরৎ যাইতে হইবে।

(২) আগামী বৎসর মক্কায় তিন দিনের অধিক অবস্থান করা যাইবে না।

(৩) মক্কায় প্রবেশ করিতে উম্মুক্ত অস্ত্র-শস্ত্র বহন করা যাইবে না।

(৪) মক্কার কোন ব্যক্তি মোসলমান দলভুক্ত হইয়া যাইতে চাহিলে মোসলমানগণ তাহাকে সঙ্গে নিতে পারিবে না, পক্ষান্তরে মোসলমান দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেহ মক্কায় থাকিতে চাহিলে তাহাকে বাধা দেওয়া যাইবে না।

(৫) কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতঃ মদীনায় চলিয়া গেলে তাহাকে আমাদের হস্তে প্রত্যার্পণ করিতে হইবে। কিন্তু কোন মোসলমান ইসলাম ত্যাগ করতঃ মক্কায় চলিয়া আসিলে তাহাকে প্রত্যার্পণ করা হইবে না।

(৬) উক্ত শর্ত সমূহের ভিত্তিতে দশ বৎসরের জন্য সন্ধি করা হইবে, এই সময়ের মধ্যে উভয় পক্ষ একে অন্যের উপর আক্রমণ করিতে পারিবে না এবং অন্য কোন আক্রমণকারীকে কোন প্রকার সাহায্য সমর্থনও দিতে পারিবে না। আরবের অন্য যে কোন গোত্র উভয় পক্ষের যে কোন পক্ষের সঙ্গে মিত্রতা করিতে পারিবে এবং উভয়পক্ষ অপর পক্ষের মিত্র সম্পর্কে বাধ্যতামূলক এরূপ অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ থাকিবে—ঐ মিত্রের উপর আক্রমণও করা যাইবে না এবং তাহাদের উপর আক্রমণকারীকে সাহায্য সমর্থনও দেওয়া যাইবে না।

সন্ধির কথাবার্তা চলিতেছিল এমতাবস্থায় মোসলমানগণের সম্মুখে এক হৃদয় বিদারক ঘটনা উপস্থিত হইল যদ্দারা তাঁহারা ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হইলেন। সন্ধি-চুক্তির আলাপ আলোচনায় বিপক্ষের মুখপাত্র—সোহায়েল-এর পুত্র আবু জন্দল (রাঃ) যিনি মোসলমান হইয়া যাওয়ায় দীর্ঘকাল হইতে শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে মারপিটের যাতনা ভোগ করিতে ছিলেন—তিনি এই সময় মোসলমানদের মধ্যে আসিয়া যাইতে সক্ষম হইলেন। তখন সন্ধির চতুর্থ ও পঞ্চম শর্তানুযায়ী তাঁহাকে প্রত্যার্পণের দাবী করা হইল। মোসলমানগণ বিশেষতঃ ওমর (রাঃ) কিছুতেই ঐ দাবী সহ্য করিতে পারিতে ছিলেন না। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে প্রত্যার্পণ না করার সর্বপ্রকার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া দাবী মানিয়া লইতে সম্মত হইলেন। তিনি আল্লার রসুল; প্রতিটি ঘটনার শেষ বাস্তব ফলাফল তিনি অবহিত হইতে ছিলেন যাহা অন্য কাহারও জন্য সম্ভব ছিল না। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু জন্দলের অবস্থা আল্লার হাওয়ালা করতঃ তাঁহার অভিভাবকদের হস্তে তাঁহাকে প্রত্যার্পণ করিলেন।

চতুর্থ ও পঞ্চম শর্তের উপর মোসলমানদের অন্তর বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল, ওমর (রাঃ) ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নির্দেশে সাধারণ রীতির বিরুদ্ধে ঐ শর্তকে রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ স্থলে মানিতে সম্মত হইলেন; শরীয়তের সাধারণ বিধানে কোন মোসলমানকে আশ্রয় দান না করা বা শত্রুর হস্তে সমর্পণ করা যাইতে পারে না। কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) অহীর মারফৎ অনেক কিছু জ্ঞাত হইতে পারিতেন যাহা অন্য কেহ পারিত না। অদূর ভবিষ্যতে এই শর্তের ফলাফল কি হইবে তাহা রসুলুল্লাহ (দঃ) অহী মারফৎ জ্ঞাত হইলেন এবং ইহা যে—নিছক সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী তাহা স্পষ্টরূপে জ্ঞাত ছিলেন। তাই তিনি শর্তের প্রতি কোন গুরুত্ব দিলেন না; চুক্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বকে মোসলেম জাতির শক্তি প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করিলেন।

আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমুদয় বিষয় স্থির হওয়ার পর চুক্তিনামা লিখিত ও স্বাক্ষরিত হওয়ার ব্যবস্থা হইল। আলী (রাঃ) লিখক হইলেন, প্রথমে ইসলামী রীতিতে বিসমিল্লাহের-রাহমানের-রাহীম লেখায় আপত্তি উঠিল অতঃপর হযরতের নামের সঙ্গে "রসুলুল্লাহ"

লেখার বিরোধীতায় প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হইল। কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ চুক্তি সম্পাদনকে এত অধিক গুরুত্ব দান করিলেন যে, উহার খাতিরে ঐ সব বিতর্কে আত্মপক্ষ বিসর্জন দিতে তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না। সন্ধি-নামা লিখিত ও উভয় পক্ষের স্বাক্ষরে স্বাক্ষরিত হইয়া, সমস্ত বিতর্কের সমাপ্তি ঘটিল। এইরূপে সেই অগ্নিময় পরীক্ষার ঘটনার সমাপ্তি হইল।

অতঃপর তথায় কোরবানীর জানোয়ার সমূহ আল্লার নামে জবেহ করিলেন এবং মাথা কামাইয়া এহরাম খুলিয়া ফেলিয়া মদীনা পানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। চুক্তি অনুসারে পরবর্তী বৎসর মক্কায় আসিয়া শান্ত পরিবেশে ওমরা করা হইল—এইরূপে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হইল।

আল্লার কুদরতের লীলা—রসুলুল্লাহ (দঃ) সন্ধি-নামার তিক্ত শর্তসমুহের শেষ ফল যাহা পুর্ব হইতে জ্ঞাত ছিলেন, অচিরেই তাহা আত্মপ্রকাশ করিল।

আবু বছীর (রাঃ) নামক একজন মোসলমান যিনি সন্ধি-চুক্তির পর ইসলাম গ্রহণ পুর্বক মদীনায় আসিলেন। অতঃপর শর্ত অনুসারে মক্কাবাসীদের দাবী পুরণে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে মক্কা হইতে আগত দুই ব্যক্তির হস্তে প্রত্যার্পণ করিলেন, কিন্তু আবু বছীর (রাঃ) মধ্যপথে তাহাদের একজনকে খুন করিয়া অপর জনকে ভাগাইয়া দিতে সমর্থ হইলেন এবং মক্কাবাসীদের সিরিয়ার বাণিজ্য পথের কোন এক পর্বত গুহায় ঘাটি স্থাপন করতঃ ঐ পথে মক্কাবাসী বাণিজ্যদলীয় যাত্রীগণের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই আবু বছীরের কার্য্যকলাপের সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল, এখন মক্কার আবদ্ধ ইসলাম অনুরাগী সকলেই, এমনকি পুর্বোল্লিখিত আবু জন্দল (রাঃ)ও আবু বছীরের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইলেন। তাঁহাদের একটি দল সৃষ্টি হইল, তাঁহাদের দ্বারা মক্কাবাসীদের বাণিজ্য পথ বন্ধ হইয়া গেল। মক্কাবাসীরা বাধ্য হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট দরখাস্ত করিল, আমরা ইসলামে দীক্ষিত ব্যক্তিকে প্রত্যার্পণের শর্ত ছাড়িয়া দিতেছি, আপনি আবু বছীর বাহিনীকে মদীনায় ডাকিয়া লউন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাই করিলেন, এইরূপে ঐ সব শর্তের সমাপ্তি ঘটিল।

সন্ধি-চুক্তির বাকী শর্তসমূহ প্রতিপালিত হইতেছিল, সন্ধি চুক্তির মাত্র দুই বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, এখনও আট বৎসর অবশিষ্ট রহিয়াছে এমতাবস্থায় মক্কাবাসীরা গোপনে অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করিয়া বসিল। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) চুক্তি ভঙ্গের খবর অবগত হইয়া গেলেন, তিনি দশ সহস্র ছাহাবী লইয়া মক্কা অধিকারে যাত্রা করিলেন। মক্কা-বাসীরা মোসলমানদের অভিযান যাত্রার খবরে বিহ্বল হইয়া পড়িল, ছোট খাট দুই একটি সামান্য সংঘর্ষের ঘটনা ব্যতীত বিশেষ রকমের যুদ্ধ ব্যতিরেকেই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা অধিকারে সক্ষম হইলেন। নগরীর প্রধান সরদার আবু সুফিয়ান স্বীয় পরিবারবর্গ সহ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কাবাসীদের প্রতি ব্যাপক আকারে ক্ষমার ঘোষণা জারি করিলেন, সমগ্র নগরী ইসলামের কলেমা-ভূষিত

হইয়া গেল। অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কাবাসীদের সমন্বয়ে বিরাট বাহিনী লইয়া "তায়েফ" এবং "হোনায়েন" জয় করিয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। সর্বমোট উনিশ দিন তথায় অবস্থান করিয়া সমুদয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করতঃ মক্কায় স্বীয় শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। যাঁহারা এক কালে ইসলামের জন্য নিজ আবাসভূমি মক্কা ত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহাদের কেহই মক্কায় অবস্থান অবলম্বন করিলেন না, সকলেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করতঃ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইহা হিজরী সনের অষ্টম বৎসর—হযরতের দুনিয়া ত্যাগের দুই বৎসর বাকী রহিয়াছে মাত্র।

উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কে নিম্নের হাদীছসমূহ বর্ণিত হইয়াছে ঃ

১৪৮৯। **হাদীছ ঃ**—মেসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হোদায়বিয়ার ঘটনা উপলক্ষে এক হাজারের অনেক অধিক ছাহাবীগণকে সঙ্গে লইয়া মদীনা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। মদীনার অনতিদূরে জুল-হোলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছিয়া তিনি কোরবানীর জানোয়ারসমূহকে উহার নিদর্শন যুক্ত করিয়া ওমরার এহরাম বাঁধিলেন এবং "খোযায়া" গোত্রের একজন লোককে স্বীয় গুপ্তচর রূপে প্রেরণ পূর্বক মক্কার দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি যখন "গাদীরে-আশতাত" নামক স্থানে পৌঁছিলেন তখন তাঁহার গুপ্তচর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এই সংবাদ ব্যক্ত করিল যে, কোরায়েশরা বহু সৈন্য-সামন্ত একত্রিত করিয়াছে এবং বনু ও জোটের সমস্ত গোত্র-সমূহকে একত্রিত করিয়াছে। তাহারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় এবং আপনাকে মক্কায় পৌঁছিতে বাধাদানে বদ্ধ পরিকর।

এতদ শ্রবণে রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় সঙ্গীগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও—যে সমস্ত গোত্রের লোকগণ কোরায়েশদের সঙ্গে একত্রিত হইয়াছে আমি তাহাদের পরিবারবর্গের উপর আক্রমণ করিয়া দেই; যদি তাহারা এই আক্রমণের সংবাদে ছুটিয়া চলিয়া আসে তবে মক্কাবাসীদের শক্তি হ্রাস পাইল, আর যদি তাহারা তথা হইতে না আসিল তবে তাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠিত হইবে—এই ব্যবস্থা অবলম্বন করাকে তোমরা সমীচীন মনে কর কি? আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি বাইতুল্লাহ শরীফ যেয়ারতের উদ্দেশ্য লইয়া যাত্রা করিয়াছেন। কাহারও উপর আক্রমণ বা যুদ্ধ পরিচালনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন নাই। আপনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হউন, যে কেহ উদ্দেশ্য সাধনে প্রতিবন্ধক হইবে তাহার বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম চালাইব। রসুলুল্লাহ (দঃ) (এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন এবং) সকলকে আদেশ করিলেন, তোমরা আল্লার নাম লইয়া অগ্রসর হইতে থাক। (৬০০ পৃঃ)

১৪৯০। **হাদীছ ঃ**—মেসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হোদায়বিয়ার ঘটনা উপলক্ষে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনা হইতে যাত্রা করিয়া পথ

অতিক্রম করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে তিনি একস্থানে পৌঁছিয়া সকলকে এই সংবাদ জ্ঞাত করিলেন যে, (আমাদের অবলম্বিত পথের সম্মুখে) "গোমায়েম" নামক স্থানে খালেদ ইবনে ওলীদ (তিনি তখনও মোসলমান হন নাই) অশ্বারোহী একটি বাহিনী লইয়া কোরায়েশদের পক্ষে অগ্রবর্তী দলরূপে মোতায়েন রহিয়াছে; তাই তোমরা ডান-দিকের পথ অবলম্বন কর। এই ব্যবস্থা অবলম্বনে খালেদ বাহিনী মোসলমানদের গমনাগমন জ্ঞাত হইতে পারিল না, কিন্তু হঠাৎ তাহারা দুর হইতে ধুলা-বালু উড়িতে দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে, ঐ পথে মোসলমানগণ অগ্রসর হইতেছে। তৎক্ষণাৎ খালেদ বাহিনী দ্রুত কোরায়েশদের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিল।

নবী (দঃ) মক্কাপানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যখন তিনি ঐ বাঁকে পৌঁছিলেন যেই বাঁক অতিক্রম করিলেই মক্কার এলাকা সম্মুখে থাকে হঠাৎ তাঁহার "কাছওয়া" নামক যানবাহন বসিয়া পড়িল। সকলে তাহাকে হাঁকাইল, কিন্তু সে বসিয়াই রহিল। সকলেই বলিতে লাগিল, কাছওয়া হঠকারী হইয়া গিয়াছে। নবী (দঃ) বলিলেন, কাছওয়া হঠকারী হয় নাই, হঠকারিতা তাহার অভ্যাসও নহে, ঐ মহান শক্তি তাহার গতিরোধ করিয়াছেন যিনি হাতীওয়ালা আবরাহা বাদশার গতিরোধ করিয়াছিলেন। (অর্থাৎ আমাদের কোন মঙ্গলের জন্য সর্ব শক্তিমান আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কুদরতে ইহার গতিরোধ করিয়া দিয়াছেন; নিশ্চয় কোন ঘটনা ঘটিবে এবং কি ঘটনা ঘটিবে তাহারও ইঙ্গিত হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, মক্কাবাসীদের পক্ষ হইতে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হইতে হইবে; তাই তিনি স্বীয় শান্তিপুর্ণ মনোভাব প্রকাশ করতঃ ঘোষণা করিলেন,) শপথ করিয়া বলিতেছি, মক্কাবাসীরা আল্লার সম্মানিত চিজবস্তু সমূহের সম্মানে ব্যাঘাত না ঘটায় এইরূপ যে কোন শর্ত আরোপ করিবে আমি উহা গ্রহণ করিব। অতঃপর কাছওয়া যানবাহনকে পুনঃ হাঁকান হইল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কার পথ ত্যাগ করিয়া হোদায়বিয়া নামক ময়দানের এক প্রান্তে অবতরণ করিলেন। তথায় একটি কুপের মধ্যে যৎসামান্য পানি ছিল যাহা এতবড় কাফেলার হাতে হাতেই শেষ হইয়া গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে পিপাসার অভিযোগ পেশ করা হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় তীরদান হইতে একটি তীর ঐ কুপের মধ্যে নিক্ষেপের আদেশ করিলেন। যাহার ফলে কুপ উথলিয়া উঠিল এবং পুর্ণ কাফেলা উহার পানি পান করিয়া তৃষ্ণামুক্ত হইল।

কিছুক্ষণের মধ্যে বোদায়েল ইবনে অরাকা নামক খোযায়া গোত্রের এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল; খোযায়া গোত্রটি মোসলমানদের প্রতি মিত্র ভাবাপন্ন ছিল। ঐ ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (দঃ) সমীপে সংবাদ জ্ঞাত করিল যে, আমি দেখিয়া আসিয়াছি—কোরায়েশরা হোদায়বিয়া ময়দানের ঐ প্রান্তে অবস্থান অবলম্বন করিয়াছে যথায় প্রচুর পানির ব্যবস্থা বিদ্যমান। তাহাদের সঙ্গে দুগ্ধ দানকারী জানোয়ার সমূহও আছে। অর্থাৎ তাহাদের

সঙ্গে পানাহারের ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে, আপনাকে কা'বা শরীফে পৌছিতে না দেওয়ার প্রতিজ্ঞায় তাহারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিলেন, আমরা ত কাহারও সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার জন্য আসি নাই, আমরা ত শুধু ওমরা আদায় করার উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। কোরায়েশরা ত যুদ্ধ-বিগ্রহের দ্বারা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহারা যদি ইচ্ছা করে, তবে আমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাহাদের সঙ্গে "যুদ্ধ নয়" চুক্তি সম্পাদন করিতে পারি। এই সময়ের মধ্যে তাহারা দেখিয়া লউক, অন্যান্য আরববাসীদের মোকাবিলায় আমার কি অবস্থা দাঁড়ায়; যদি আমি সকলের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে পারি (সকলকে আমার স্বমতে আনিতে সক্ষম হই) তবে ইচ্ছা করিলে তাহারাও আমার দলভুক্ত হওয়ার সুযোগ পাইবে, আর যদি অন্য রকম অবস্থা দাঁড়ায় (তথা আমি পর্যুদস্ত হই) তবে তাহারা শান্তি লাভ করিবে। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) তেজদীপ্ত ভাষায় বলিলেন—

وَاِنْ هُمْ اَبَوْا فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَاُقَاتِلَنَّهُمْ عَلٰى اَمْرِىْ هٰذَا

حَتّٰى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِىْ وَلَيُنْفِذَنَّ اللّٰهُ اَمْرَهٗ ٥

"যদি তাহারা আমার সব কথাই উড়াইয়া দেয় তবে যেই মহান আল্লার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, এই দ্বীন-ইসলামের জন্য আমি তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাইব—যাবৎ আমার গর্দান ছিন্ন হইয়া না যায়। এবং আমি আশাকরি আল্লাহ নিশ্চয় নিশ্চয় স্বীয় দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।"

বোদায়েল বলিল, আপনার এই উক্তি আমি কোরায়শগণের সম্মুখে ব্যক্ত করিব। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল এবং কোরায়েশগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমি (তোমাদের বিপক্ষ পার্টির) ঐ লোকটির নিকট হইতে আসিলাম। আমি তাহার মুখে একটি উত্তম উক্তি শুনিয়া আসিয়াছি, যদি তোমরা শুনিতে ইচ্ছা কর তবে আমি উহা ব্যক্ত করিতে পারি। তাহাদের মধ্যে যাহারা স্বল্প বুদ্ধিওয়ালা ছিল তাহারা বলিল, কোন কথা ব্যক্ত করার আবশ্যক আমাদের নাই, কিন্তু জ্ঞানীগণ বলিল, তুমি যাহা শুনিয়াছ তাহা ব্যক্ত কর। তখন বোদায়েল নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পূর্ণ উক্তি কোরায়েশদের সম্মুখে ব্যক্ত করিল।

এতদ শ্রবণে ওরওয়া ইবনে মসউদ নামক এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, হে আমার বন্ধুগণ! আমি কি তোমাদের পিতৃতুল্য নহি? সকলেই উত্তর করিল, হাঁ। তোমরা কি আমার সন্তান-সন্ততি তুল্য নও? সকলেই উত্তর করিল, হাঁ। আমার প্রতি কি তোমাদের কোন সন্দেহ আছে? সকলেই উত্তর করিল, না। আমি আমার দেশ—"ওকাজ" নিবাসী সকলকে তোমাদের সাহায্যের প্রতি আহ্বান করিয়া ব্যর্থ হইলে পর

আমি পরিবারবর্গ পুত্র-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবগণকে লইয়া তোমাদের সাহায্যে উপস্থিত হইয়াছি নয় কি? সকলেই উত্তর করিল, হাঁ। এইরূপে উপস্থিত সকলের মনকে আকৃষ্ট করতঃ সে বলিল, ঐ ব্যক্তি তোমাদের সম্মুখে অতি উত্তম প্রস্তাব পেশ করিয়াছে, তোমরা উহা গ্রহণ কর এবং আমাকে তাহার সঙ্গে সাক্ষাত করার অনুমতি দাও। উপস্থিত সকলেই এই কথায় সম্মত হইল।

ওরওয়া ইবনে মসউদ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল। প্রথমে নবী (দঃ)ই কথা আরম্ভ করিলেন এবং প্রথম ব্যক্তি বোদায়েল ইবনে অরাকার সম্মুখে যাহা বলিয়াছিলেন এই ব্যক্তির সম্মুখেও তাহাই বলিলেন। ওরওয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিল, আপনি যদি নিজ বংশকে ধ্বংস করার জন্য উদ্যত হইয়া থাকেন তবে বলুন ত, ইতিপুর্বে কোন আরববাসী সম্পর্কে শুনিয়াছেন কি যে, সে নিজ উৎসকে ধ্বংস করিয়াছে? এতদ্ভিন্ন আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীদল ধ্বংস না হইয়া বিপরীত অবস্থাও ত হইতে পারে এবং আমি উহার সম্ভাবনাই অধিক মনে করি—কেননা, আপনার সঙ্গে যে সব চেহারা দেখিতেছি এবং বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন গোত্রের মিসাল মানুষ দেখিতেছি হয়ত তাহারা আপনাকে একা ছাড়িয়া পলায়ন করিতে দ্বিধা করিবে না।

তাহার এই অশোভনীয় উক্তি শুনিয়া আবু বকর (রাঃ) ক্রোধে বেশামাল হইয়া তাহার প্রতি ঘৃণা ভৎর্সনা স্বরূপ বলিলেন, তুই তোর "লাত" দেবীর জননাঙ্গ চাটিতে থাক। (অর্থাৎ তুই তোর ধর্ম আঁকড়াইয়া থাক, আমাদের সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করার তোর কি অধিকার আছে? আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ছাড়িয়া পলায়ন করিব ইহার সম্ভাব্যতা তোর মনে জাগিল কিরূপে?) ওরওয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই ব্যক্তি কে? সকলে উত্তর করিল, আবু বকর (রাঃ)। তখন ওরওয়া বলিল, আমি যদি তোমার একটি বিশেষ উপকারে ঋণী না থাকিতাম, তবে তোমার কথায় উত্তর প্রদান করিতাম।

আরও একটি ঘটনায় ওরওয়া অপদস্ত হইল—সে কথাবার্তা বলিবার সময় (সমকক্ষ সাধারণ লোকদের বেলায় প্রচলিত আরবের রীতি অনুসারে) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দাঁড়ি মোবারকে হাত লাগাইত, ঐ সময় নবী (দঃ)-এর সম্মুখে তাঁহার দেহরক্ষী রূপে মুগিরা ইবনে শো'বা (রাঃ) দণ্ডায়মান ছিলেন—তাঁহার মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ ও হাতে তরবারি ছিল। ওরওয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দাঁড়ি মোবারকের প্রতি হাত বাড়াইলে প্রত্যেকবারই মুগিরা (রাঃ) তরবারির ফলা দ্বারা (তাচ্ছিল্যের সহিত) তাহার হাতে আঘাত করিতেন এবং বলিতেন, আল্লার রসুলের দাঁড়ি মোবারক হইতে তোমার হাত দূরে রাখ। ওরওয়া মুগিরা ইবনে শো'বা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কোন্ ব্যক্তি? উপস্থিত সকলে উত্তর করিল, মুগিরা ইবনে শো'বা (রাঃ)। তখন সে তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কহিল, হে নিমক-হারাম! আমি তোমার এক বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনায় কত চেষ্টা-তাবীরই না করিয়াছিলাম?

ঘটনা এই ছিল যে, মুগিরা (রাঃ) ইসলামের পুর্বে কোন এক সময় কোন এক পরিবারের সঙ্গে কিছু দিন বসবাস করিয়া হঠাৎ একদিন ঐ পরিবারের লোকজনকে খুন করিয়া তাহাদের ধন-সম্পদ লইয়া পলায়ন করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন এবং মোসলমান হওয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তোমার ইসলাম আমি গ্রহণ করিলাম, কিন্তু এই ধন-সম্পদ সম্পর্কে তোমার সমর্থন করিতে পারি না। এই ঘটনায় নিহত পরিবারের গোত্র ও মুগিরার গোত্রের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল; সেই উত্তেজনা উপশমে ওরওয়া অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। ঐ ঘটনার প্রতিই সে এস্থলে ইঙ্গিত দিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন ওরওয়া এই বিষয়ের প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছিল যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের থুথু বা শ্লেষ্মা মাটিতে পতিত হইতে পারিত না, বরং উহাকে ছাহাবীগণ নিজ হস্তে লইয়া লইতেন এবং তাঁহারা উহাকে তৎক্ষণাৎ স্বীয় চেহারা ও শরীরে মলিয়া ফেলিতেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) কোন আদেশ করা মাত্র ছাহাবীগণ সেই আদেশ পালনে দ্রুত ছুটিয়া যাইতেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন অজু করিতেন তখন ছাহাবীগণ তাঁহার ব্যবহৃত পানি হাসিল করার জন্য ভীষণ ভীর করিতেন, মনে হইত যেন তাঁহারা রণে লিপ্ত হইবেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কোন কথা বলা আরম্ভ করিলে তৎক্ষণাৎ তথায় নিস্তব্ধতা নামিয়া আসিত, কেহ কোন প্রকার শব্দ করিতেন না। ছাহাবীগণের অন্তরে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এত গভীর শ্রদ্ধা, সম্মান ও মান্যতা ছিল যে, তাঁহার প্রতি তাহারা চক্ষু তুলিয়া তাকাইতেন না।

ওরওয়া এই সব অবস্থা দৃষ্টে অতিশয় অভিভূত হইয়াছিল, সে কোরায়েশদের নিকট আসিয়া বলিল, বন্ধুগণ! আমি বড় বড় শাদশাদের দরবারে প্রতিনিধিত্ব করিয়াছি, আমি রোম সম্রাট, পারস্য সম্রাট, আবিসিনিয়ার সম্রাটগণের দরবারে পৌছিয়াছি; কোন সম্রাটকে তাহার অনুচরগণ কর্তৃক এত শ্রদ্ধা করিতে দেখি নাই যতদুর শ্রদ্ধা মোহাম্মদের অনুচরগণ মোহাম্মদকে করিয়া থাকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)। সে ছাহাবীগণের উপরোল্লিখিত বিষয়গুলি বর্ণনা করিয়া বলিল, এমন ব্যক্তি তোমাদের নিকট একটি উত্তম প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন, তোমরা উহা গ্রহণ কর।

অতঃপর বনু-কেনানা গোত্রের এক ব্যক্তি বলিল, আমাকে তাঁহার নিকট যাইবার অনুমতি প্রদান কর। কোরায়েশরা তাহাকে অনুমতি প্রদান করিল। ঐ ব্যক্তি তখনও পথিমধ্যেই ছিল; তাহার সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এই ব্যক্তির বংশধরগণ বিশেষরূপে কোরবানীর জানোয়ারকে সম্মান করিয়া থাকে, তাই তোমরা তোমাদের কোরবানীর জানোয়ার সমূহকে তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধর। ছাহাবীগণ কোরবানীর জানোয়ার সমূহকে সম্মুখে রাখিয়া "লাব্বাইকা" ধ্বনিতে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ঐ ব্যক্তি এই দৃশ্য দেখিয়া আশ্চার্য্যান্বিত হইল এবং বলিল, এমন ব্যক্তিবর্গকে

বাইতুল্লাহ শরীফে উপস্থিত হইতে বাধা দেওয়া কোন প্রকারেই সমিচীন হইতে পারে না। সে কোরায়েশগণের নিকট আসিয়াও ঐ দৃশ্য ব্যক্ত করিল এবং ঐ মন্তব্যই প্রকাশ করিল।

অতঃপর মেকরায ইবনে হাফ্ছ নামক এক ব্যক্তি দাঁড়াইল এবং বলিল, আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে দাও। কোরায়েশগণ তাহাকে অনুমতি প্রদান করিল। সে যখন হযরতের নিকটবর্তী হইতেছিল তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার সম্পর্কে মন্তব্য করিলেন, এই ব্যক্তির নাম মেকরায, সে দুষ্ট প্রকৃতির লোক। সে আসিল এবং রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন।

এই পর্য্যন্ত যত লোকই আসিয়াছে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অভিপ্রায়ে আসিয়াছে। এইবার স্বয়ং কোরায়েশরা নিজস্ব প্রতিনিধিরূপে সোহায়েল ইবনে আমরকে পাঠাইল এবং তাহাকে স্পষ্ট নির্দেশ দান করিল যে, সন্ধি-চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা কর। সোহায়েল উপস্থিত হইল। সোহায়েলের আগমনে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এখন সন্ধির পথ প্রশস্ত হইবে। সোহায়েল উপস্থিত হইয়া পরস্পর সন্ধির চুক্তিপত্র লিখিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। রসুলুল্লাহ (দ.) লিখককে ডাকিলেন (লিখক ছিলেন আলী (রাঃ)।) রসুলুল্লাহ (দঃ) লিখককে "বিসমিল্লাহের-রাহমানের-রাহীম" লিখিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু সোহায়েল আপত্তি করিয়া বলিল, "রাহমান" শব্দের সঙ্গে আমরা পরিচিত নহি, তাই ঐরূপ না লিখিয়া আমাদের পূর্ব রীতি অনুযায়ী "বিস্‌মেকাল্লাহুম্মা" লিখুন। মোসলমানগণ এক বাক্যে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল যে, বিস্‌মিল্লাহের-রাহমানের-রাহীম" ব্যতীত অন্য কোন কিছু আমরা লিখিব না। রসুলুল্লাহ (দঃ) "বিস্‌মেকাল্লাহুম্মা" লিখিবার আদেশ করিলেন। অতঃপর হযরত (দঃ) এইরূপ লিখিতে বলিলেন—'ইহা আল্লার রসুল মোহাম্মদের সঙ্গে চুক্তি-পত্র।" সোহায়েল এস্থলেও আপত্তি করিল যে, আমরা আপনাকে "আল্লার রসুল" বলিয়া স্বীকার করিলে আপনাকে বাইতুল্লাহ শরীফে যাইতে বাধা প্রদান করিতাম না এবং আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধও করিতাম না। কারণেই "মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ" লিখুন।* রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, নিঃসন্দেহে আমি আল্লার রসুল যদিও তোমরা অস্বীকার কর; আচ্ছা—"মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ" লিখ। প্রত্যেক ক্ষেত্রে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের এইসব গোঁড়ামী সহ্য করিয়া লইতে ছিলেন শুধু মাত্র ঐ কথার খাতিরে

---

* বর্ণিত আছে যে, চুক্তি পত্রের লিখক আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে হযরত (দঃ) "রসুলুল্লাহ" শব্দ মুছিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। আলী (রাঃ) আরজ করিলেন হে আল্লার নবী! আমি আমার হস্তে "রসুলুল্লাহ" শব্দ মুছিতে পারিব না। অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং নিজ হস্তে রসুলুল্লাহ শব্দ মুছিয়া দিলেন এবং তদস্থলে ইবনে আবদুল্লাহ লিখিতে আদেশ করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি রসুলুল্লাহও এবং আবদুল্লার পুত্রও।

যাহার ঘোষণা তিনি পূর্বে দিয়াছিলেন যে, আল্লার নির্দ্ধারিত সম্মানিত বস্তু সমূহের সম্মান বিনষ্ট না করিয়া যে কোন শর্ত তাহারা আরোপ করিবে আমি মানিয়া লইব—এই ঘোষণাই তিনি রক্ষা করিতেছিলেন।

অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, চুক্তিপত্র এই শর্তে লেখা হইতেছে যে, আমাদিগকে বাইতুল্লাহ শরীফে যাইতে ও তওয়াফ করিতে তোমরা বাধা প্রদান করিবে না। এই কথার উপর সোহায়েল বলিল, ইহা কখনও হইতে পারিবে না যে, আরববাসীদের মধ্যে এইরূপ চর্চ্চা হয় যে, এই ব্যাপারে বল-পূর্বক আমাদিগকে বাধ্য করা হইয়াছে; হাঁ—এতটুকু হইতে পারে যে, আপনারা আগামী বৎসর এই কার্য্য সমাধা করিতে পারিবেন। চুক্তিপত্রে ইহাই লেখা হইল। সোহায়েল বলিল, এই শর্তও লিখিতে হইবে যে, আমাদের কোন ব্যক্তি আপনার নিকট চলিয়া আসিলে যদিও সে আপনার দ্বীন অবলম্বন করে তবুও তাহাকে প্রত্যার্পণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। এই শর্তের প্রতিবাদে মোসলমানগণ উত্তেজনার সহিত বলিয়া উঠিলেন, কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিলে পর তাহাকে আমরা মোশরেকদের হাতে কিরূপে প্রত্যার্পণ করিতে পারি? যাই হউক এইরূপ বাক-বিতণ্ডার ভিতর দিয়া চুক্তি-পত্র লেখা হইতে ছিল, তখন সোহায়েলের পুত্র আবু জন্দল (রাঃ) শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় কোন প্রকারে মক্কা হইতে ছুটিয়া আসিয়া নিজকে মোসলমানদের জমাতে ফেলিয়া দিলেন। তখন সোহায়েল বলিয়া উঠিল, এই ঘটনাই আমাদের চুক্তি-পত্র প্রতিপালিত হওয়ার প্রথমস্থল, উহার শর্ত অনুসারে আবু জন্দলকে প্রত্যার্প.ণ আপনি বাধ্য। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এখনও ত চুক্তি-পত্র সম্পূর্ণ হইয়া স্বাক্ষরিত হয় নাই। কিন্তু সোহায়েল শপথ করিয়া বসিল, আবু-জন্দলকে প্রত্যার্পণ না করিলে কোন অবস্থাতেই সন্ধি হইবে না। রসুলুল্লাহ (দঃ) বিশেষ অনুরোধের স্বরে বলিলেন, আমার খাতিরে তুমি আবু-জন্দলের পক্ষে ঐ শর্ত স্থগিত রাখ। সোহায়েল বলিল, আমি তাহা কখনও করিব না। রসুলুল্লাহ (দঃ) পুনঃ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সে উহাও প্রত্যাখ্যান করিল। এমনকি হযরতের অনুরোধে মেকরাযের ন্যায় দুষ্ট প্রকৃতির লোকের দিলও নরম হইয়া গেল এবং সে বলিল, আচ্ছা আবু-জন্দলের ব্যাপারে আমরা আপনার কথা রক্ষা করিলাম, (কিন্তু সোহায়েল এই ব্যাপারে কঠিন হইয়া গেল।) আবু-জন্দল করুণ স্বরে মোসলমান-গণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমাকে মোশরেকদের হস্তে সমর্পণ করা হইবে? অথচ আমি মোসলমান হইয়া আসিয়াছি! তোমরা কি লক্ষ্য করিতেছ না যে, আমি আল্লার দ্বীনের জন্য কত কঠোর শাস্তি ভোগ করিয়া আসিতেছি?

এই দৃশ্য দেখিয়া ওমর (রাঃ) ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়িলেন; তিনি বলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং আরজ করিলাম, আপনি কি আল্লার সত্য নবী নন? নবী (দঃ) উত্তর করিলেন, নিশ্চয়। আমি বলিলাম, আমরা সত্যের উপর এবং অপর পক্ষ মিথ্যার উপর নয় কি? নবী (দঃ) উত্তর করিলেন,

নিশ্চয়। আমি বলিলাম, তবে কেন আমরা আমাদের দ্বীন সম্পর্কে এত অপদস্থতা স্বীকার করিব? নবী (দঃ) তদুত্তরে বলিলেন, আমি আল্লার রসুল, আমি তাঁহার নাফরমান নহি, আল্লাহ আমার সাহায্যকারী। আমি আরজ করিলাম, আপনি বলিয়া ছিলেন, আমরা বাইতুল্লাহ শরীফে পৌঁছিব এবং তওয়াফ করিব। নবী (দঃ) বলিলেন, হাঁ—বলিয়াছি, কিন্তু আমি কি বলিয়াছিলাম যে, এই বৎসরই উহা অনুষ্ঠিত হইবে? আমি বলিলাম, না। নবী (দঃ) বলিলেন নিশ্চয় তুমি কা'বা শরীফে পৌঁছিবে এবং তওয়াফ করিবে।

ওমর (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট আসিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের রসুল কি আল্লার সত্য নবী নহেন? তিনি উত্তম করিলেন, নিশ্চয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি নির্দিষ্ট নহে যে, আমরা সত্যের উপর এবং অপর পক্ষ মিথ্যার উপর? তিনি উত্তর করিলেন, নিশ্চয়। তখন আমি বলিলাম, এমতাবস্থায় আমাদের দ্বীন সম্পর্কে কেন আমরা হীনতা ও অপদস্থতা স্বীকার করিব? তিনি বলিলেন, দেখুন! তিনি আল্লার রসুল, তিনি সৃষ্টিকর্তার নাফরমানী করিবেন না। এইরূপে বাইতুল্লাহ শরীফে পৌঁছিবার সংবাদ দান সম্পর্কেও পূর্বের ন্যায় প্রশ্নোত্তর হইল।

ওমর (রাঃ) ঘটনার বর্ণনা দানকালে বলেন, ঐ সময় ত মনের আবেগে উল্লিখিত প্রশ্নোত্তর লইয়া ছুটাছুটি করিয়াছি, কিন্তু অতঃপর এই সব প্রশ্নের অবতারণার উপর আমি কত অনুতপ্তই না হইয়াছি! এমনকি আল্লাহ তায়ালার নিকট এই সব প্রশ্ন সম্পর্কে ক্ষমা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য কত কত নেক আমল (—নফল নামায, রোযা, দান-খয়রাত ইত্যাদি) করিয়াছি।

মূল ঘটনার বর্ণনা দানে ওমর (রাঃ) বলেন, অতঃপর যখন সন্ধির চুক্তি-পত্র সমাপ্ত ও স্বাক্ষরিত হইল তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় সঙ্গীগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা নিজ নিজ কোরবানীর জানোয়ার জবেহ করিয়া দাও এবং মাথা মুণ্ডাইয়া এহরাম খুলিয়া ফেল। ছাহাবীগণ (উদ্দেশ্য সফলের দ্বারে পৌঁছিয়া উদ্দেশ্য ভঙ্গের) এই ব্যবস্থায় সাড়া দিলেন না, (অন্য কোন ব্যবস্থার সুযোগ প্রাপ্তির অপেক্ষায় রহিলেন। এমনকি হযরত (দঃ) তিনবার তাঁহাদিগকে আহ্বান জানাইলেন। অতঃপর হযরত (দঃ) উম্মুল-মোমেনীন উম্মে-সালামাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট তশরীফ নিলেন এবং উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। তখন উম্মুল-মোমেনীন (বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দান করিলেন—তিনি) বলিলেন, আপনি যদি চান যে, তাহারা এহরাম ভঙ্গ তরান্বিত করুক তবে আপনি কাহাকেও মুখে কিছু না বলিয়া স্বীয় জানোয়ার কোরবানী করিয়া ফেলুন এবং ক্ষৌরকারকে ডাকিয়া স্বীয় মাথা মুণ্ডাইয়া এহরাম ভঙ্গ করিয়া ফেলুন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাই করিলেন। যখন ছাহাবীগণ হযরত (দঃ)কে এহরাম ভাঙ্গিতে দেখিলেন তখন তাঁহাদের অপেক্ষার অবকাশ রহিল না, তাঁহারা সমবেতভাবে কোরবানীর জানোয়ার জবেহ করিলেন, পরস্পর মাথা মুণ্ডাইতে লাগিলেন, এমনকি এই কার্য্য সমাধা তরান্বিত করিতে হাঙ্গামা সৃষ্টির ন্যায় ভীড় হইল।

সন্ধি প্রতিষ্ঠার পর হোদায়বিয়ার ময়দানে তিন দিন অবস্থান করিয়া নবী (দঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্তনে যাত্রা করিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই কোরায়েশ গোত্রীয় আবু বছীর নামক এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতঃ হযরতের খেদমতে মদীনায় উপস্থিত হইলেন। চুক্তি-পত্রের শর্ত অনুসারে মক্কা-বাসীগণ দুই ব্যক্তিকে মদীনায় প্রেরণ করিল এবং এই সংবাদ পাঠাইল যে, আমাদের শর্ত পূর্ণ করা হউক। রসুলুল্লাহ (দঃ) শর্ত অনুযায়ী আবু বছীর (রাঃ)কে ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের হাওয়ালা করিয়া দিলেন। তাহারা আবু বছীর (রাঃ)কে লইয়া মদীনা ত্যাগ করতঃ জুলহোলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছিয়া পানাহারের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করিল। তখন আবু বছীর (রাঃ) সঙ্গীদ্বয়ের একজনকে (ভান করিয়া) বলিল, ওহে! আপনার তরবারীখানা অতি সুন্দর মনে হয় ত। ঐ ব্যক্তি তরবারীখানা উন্মুক্ত করিয়া বলিল, হাঁ—বাস্তবিকই ইহা সুন্দর; আমি অনেক অনেক স্থানে ইহার গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়াছি। আবু বছীর (রাঃ) বলিলেন, তরবারীখানা আমার হাতে দেন ত দেখি। ঐ ব্যক্তি তরবারী তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। আবু বছীর (রাঃ) তরবারীখানা ভালরূপে স্বহস্তে আনিতে সক্ষম হইয়া তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তির উপর ভীষণ আঘাত করিলেন, সে নিহত হইল। অপর সঙ্গী দৌড়াইয়া পলাইতে গিয়া মদীনা পানে ধাবিত হইল, এমনকি হযরতের মসজিদে আসিয়া শ্বাস ফেলিল। হযরত (দঃ) তাহাকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া বলিলেন, সে নিশ্চয় কোন ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। সে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিল, আমার সঙ্গী নিহত হইয়াছে আমিও সেই অবস্থার সম্মুখীন!

ইতিমধ্যেই আবু বছীর (রাঃ) উপস্থিত হইলেন, তিনি আরজ করিলেন, হে আল্লার নবী! আপনি স্বীয় শর্ত পূর্ণ করিয়াছেন—আমাকে তাহাদের হস্তে প্রত্যার্পণ করিয়া দিয়াছেন; অতঃপর আল্লাহ আমাকে তাহাদের কবল হইতে পরিত্রাণ দান করিয়াছেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এই ঘটনার ফলে যুদ্ধের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। কেহ যদি আবু বছীরকে বুঝ প্রবোধ দান করিত। আবু বছীর (রাঃ) এইসব শ্রবণে বুঝিতে পারিলেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে পুনঃ প্রত্যার্পণ করিবেন, তাই মদীনা হইতে চলিয়া আসিয়া সমুদ্র-কুলবর্তী এক এলাকায় তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আবু বছীর (রাঃ)-এর এই ঘটনার সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল, ফলে পূর্বোল্লিখিত বেদনাদায়ক ঘটনার বাহক আবু-জন্দল (রাঃ) কোন প্রকারে মক্কার নর-পিশাচদের কবল হইতে ছুটিয়া আসিয়া আবু বছীরের সঙ্গে মিলিত হইলেন। (মক্কার মধ্যে যত ইসলামানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু এযাবৎ তাঁহারা ভয়ে উহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই—এরূপ) অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করতঃ আবু বছীর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন। (কোরায়েশ গোত্র ভিন্ন অন্যান্য গোত্রের ইসলামানুরাগী ব্যক্তিগণও মিলিত হইলেন,) এমনকি এস্থানে তাঁহাদের একটি শক্তিশালী দল গড়িয়া উঠিল। (কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহাদের সংখ্যা তিনশত

বর্ণনা করিয়াছেন; তাঁহারা তথায় ঘাটি স্থাপন করিয়া কোরায়েশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হইলেন। প্রথমেই তাহাদের উপর অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টির ব্যবস্থা করিলেন, বরং শুধু অর্থনৈতিক অবরোধই নহে, সমস্ত মক্কাবাসীর খাদ্য সংগ্রহেও অবরোধ সৃষ্টির ব্যবস্থা করিলেন। অর্থনৈতিক ও খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে সিরিয়ার বাণিজ্যই ছিল কোরায়েশদের প্রধান অবলম্বন। আবু বছীর-বাহিনীর ঘাটি সেই বাণিজ্য পথের এলাকায়ই অবস্থিত ছিল, তাই অতি সহজেই তাঁহারা ঐ অবরোধ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইলেন।) কোরায়েশদের যে কোন বাণিজ্য দলই ঐ পথ অতিক্রম করিত তাহাদের উপরই আবু বছীর বাহিনী আক্রমণ চলাইয়া তাহাদিগকে হত্যা করিত এবং মাল ছামান হস্তগত করিত। এইরূপে সল্পকালের মধ্যেই কোরায়েশরা রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় বেগতিক হইয়া পড়িল। তাহারা মদীনায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এই দরখাস্ত করিয়া এক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিল যে, আমরা আপনাকে আল্লার কসম দিয়া এবং আপনার সঙ্গে আমাদের যে বংশীয় সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্ক-সূত্রে প্রাপ্য সদ্ভাবের দোহাই দিয়া বলিতেছি, আপনি নিশ্চয় আবু বছীর-বাহিনীকে মদীনায় ডাকিয়া লইবেন, আমরা চুক্তি-পত্রের শর্ত পরিত্যাগ করিলাম—যে কোন ব্যক্তি মোসলমান হইয়া আপনার নিকট যাইবে তাহার প্রতি আমাদের কোন দাবী থাকিবে না, তাহাকে প্রত্যার্পন করিতে হইবে না ✝

● কাফেররা চুক্তিপত্র সম্পর্কে যে সব অন্যায় দাবী আঁকড়াইয়া বসিয়াছিল এবং যে সব অন্যায় শর্ত আরোপ করিয়াছিল বাস্তবিকই উহা মানবতার সীমাহীন অবমাননার দৃষ্টান্তরূপে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে, কোরআন শরীফের নিম্ন আয়াতে সেই বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত দান করা হইয়াছে।

اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ.....

অর্থ—চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে ঐ সময়টি—যখন কাফেররা তাহাদের অন্তরকে অমানুষিক জেদ ও গোঁড়ামীতে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল; তখন আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসুল ও মোমেনগণকে ধৈর্যাবলম্বনের শক্তি দান করিয়া ছিলেন এবং খোদা-ভক্তির উপর সুদৃঢ়তা

✝ "যোরকানী" নামক কেতাবে বর্ণিত আছে যে, মক্কাবাসীদের অনুরোধে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আবু বছীরের নিকট পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। অদৃষ্টের লীলা—হযরতের পত্র যখন আবু বছীরের নিকট পৌঁছিল তখন আবু বছীর (রাঃ) মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত। প্রিয় হাবীব রসুলুল্লার পত্রখানা আবু বছীরের হস্তে প্রদান করা হইল; সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সর্বশেষ মুহূর্তটি তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল। লিপিখানা মুঠের ভিতর করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন (রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও আরজাহু)। আবু-জন্দল (রাঃ) সেই স্থানেই তাঁহাকে দাফন করিলেন, অতঃপর সঙ্গীগণ সহ মদীনায় পৌঁছিলেন।

বজায় রাখার তৌফিকও তাঁহাদিগকে দান করিয়াছিলেন; বাস্তবিক পক্ষে তাঁহারা উহার সুযোগ্য পাত্রও ছিলেন বটে। আল্লাহ তায়ালা পূর্ব হইতেই সব কিছু জ্ঞাত আছেন।

(২৬ পারা ১০ রুকু)

উল্লিখিত আয়াতে কাফেরদের অমানুষিক জেদ ও গোঁড়ামী বলিতে নিম্নলিখিত কার্য্যাবলী উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।

(১) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামের সঙ্গে "আল্লার রসুল" সংযোজিত করিতে না দেওয়া এবং তাঁহাকে আল্লার রসুল স্বীকার না করা।

(২) বিসমিল্লাহের রাহমানের রাহীম লিখিতে সম্মত না হওয়া।

(৩) দীর্ঘ সাড়ে তিন শত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নিকটবর্তী হওয়ার পর মোসলমানগণকে বাইতুল্লাহ শরীফে পৌঁছিতে বাধা প্রদান করা ইত্যাদি। ৩৭৭ পৃঃ

(৪) এতদ্ভিন্ন কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহন পূর্বক মোসলমানদের নিকট পৌঁছিলে তাঁহাকে প্রত্যার্পণ করার শর্ত।

বায়আতে-রেজওয়ান ঃ

১৪৯১। হাদীছ ঃ—এযীদ ইবনে আবু ওবাইদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি সালামা-তুল-আক্‌ওয়া (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা হোদায়বিয়ার ঘটনায় কি বিষয়ের উপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, মৃত্যুর উপর; অর্থাৎ মৃত্যু বরণ করিব তবুও মক্কা জয় না করিয়া ফিরিব না।

১৪৯২। হাদীছ ঃ—নাফে (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মানুষে বলাবলী করিয়া থাকে যে, ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে আবদুল্লাহ (রাঃ) স্বীয় পিতার পূর্বে ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ ঘটনা এই ছিল যে, হোদায়বিয়ার ময়দানে মোসলমানগণ ছায়া লাভের জন্য বিচ্ছিন্নাকারে বিভিন্ন বৃক্ষের ছায়াতলে ছিলেন; হঠাৎ দেখা গেল অনেক লোক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। এতদৃষ্টে ওমর (রাঃ) স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহকে বলিলেন, লোকগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে কেন ঘিরিয়া রহিয়াছে দেখিয়া আস। এতদ্ভিন্ন ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর একটি ঘোড়া কোন একজন ছাহাবীর নিকট ছিল ঐ ঘোড়াটিও নিয়া আসিবার জন্য আদেশ করিলেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) এখানে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি বাবুল গাছের ছায়ায় বসিয়া লোকদের নিকট হইতে (প্রাণ বিসর্জন দিয়া জেহাদ করার) বায়আ'ত ও অঙ্গীকার গ্রহণ করিতেছেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) ইহা দেখিতে পাইয়া তখনই বায়আ'ত ও অঙ্গীকার করিলেন। ওমর (রাঃ) তখনও এই সংবাদ জ্ঞাত নহেন; অতঃপর আবদুল্লাহ (রাঃ) ঘোড়ার নিকট যাইয়া উহা লইয়া ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত হইলেন, তিনি তখন জেহাদের প্রস্তুতি করিতে ছিলেন। আবদুল্লাহ (রাঃ)

তাঁহাকে ঐ সংবাদ দিলেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) গাছের ছায়ায় বসিয়া লোকগণের নিকট হইতে (প্রাণ বিসর্জন দিয়া জেহাদ করার) বায়আ'ত ও বিশেষ অঙ্গীকার গ্রহণ করিতেছেন। তৎক্ষণাৎ ওমর (রাঃ) স্বীয় পুত্র আবদুল্লার সঙ্গে তথায় উপস্থিত হইয়া তিনিও বায়আ'ত ও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলেন।

এই বায়আ'ত ও অঙ্গীকার গ্রহণের ঘটনায় যে, আবদুল্লাহ (রাঃ) স্বীয় পিতার অগ্রগামী ছিলেন উহা হইতেই সাধারণ্যে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) স্বীয় পিতা ওমরের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৪৯৩। **হাদীছ ঃ**—তারেক ইবনে আবদুর রহমান (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হজ্জ করিতে মক্কা শরীফ যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে একস্থানে লোকদিগকে বিশেষরূপে নামায পড়িতে দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা নামাযের স্থানে পরিণত হইল কিরূপে? সকলে উত্তর করিল, এস্থানে ঐ বৃক্ষটি আছে যাহার তলে হযরত (দঃ) বায়আ'তে-রেজওয়ান গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারেক (রঃ) বলেন, এতদ শ্রবণে আমি সায়ীদ ইবনে মোছাইয়েব (রঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া এই ঘটনা ব্যক্ত করিলাম। তিনি হাসিলেন এবং স্বীয় পিতা সম্পর্কে বর্ণনা করিলেন যে, তিনি স্বয়ং ঐ বায়আ'তে উপস্থিত ছিলেন—তিনি বলিয়াছেন, আমি ঐ বৃক্ষটিকে দেখিয়াছিলাম যাহার তলায় বসিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) বায়আ'তে রেজওয়ান গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক বৎসর পর যখন আমি তথায় পুনঃ উপস্থিত হইলাম তখন আর ঐ বৃক্ষটিকে নির্দিষ্ট করিতে পারিলাম না, আমি উহাকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

(পরবর্তী সময়ে সাধারন লোকগণ কর্তৃক ঐ বৃক্ষটিকে নির্দিষ্ট করা সম্পর্কে মন্তব্য করিতে যাইয়া) সায়ীদ (রঃ) বলেন, মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণ ঐ বৃক্ষটিকে পর বৎসর নির্দিষ্ট করিতে পারেন নাই, তোমরা উহা পারিয়াছ, তবে কি তোমরা ঐ ছাহাবীগণ অপেক্ষা অধিক বিজ্ঞ হইয়াছ?

১৪৯৪। **হাদীছ ঃ**—প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হোদায়বিয়ার ঘটনার পরবর্তী বৎসর পুনঃ ঐ ময়দানে আমরা উপস্থিত হইলাম; যেই বৃক্ষের তলায় বসিয়া বায়আ'ত গ্রহণ করা হইয়াছিল ঐ বৃক্ষটি নির্দিষ্ট করা সম্পর্কে আমাদের দুইজন লোকও একমত হইতে পারিলেন না। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন—

বৃক্ষটি এইরূপে অনির্দিষ্ট হইয়া যাওয়ার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার মস্ত বড় রহমত নিহিত ছিল। (নতুবা সাধারণ লোকগণ ঐ বৃক্ষটির প্রতি সম্মান দেখাইতে যাইয়া নানা প্রকার বেদা'ৎ কার্য্যে—কুসংস্কারে লিপ্ত হইত)। ৪১৫ পৃঃ

ব্যাখ্যা ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর এবং মোছাইয়েব রাজিয়াল্লাহু আনহুমার ন্যায় ছাহাবী যাঁহারা স্বয়ং ঐ ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইল যে, ঐ বৃক্ষটি পরবর্তীকালে নির্দিষ্ট করা যায় নাই; বিশেষতঃ আবদুল্লাহ ইবনে

ওমরের বর্ণনা ত অত্যন্ত স্পষ্ট। কারণ, পরবর্তী বৎসর তথায় উপস্থিত হওয়া নিশ্চয় ওম্‌রাতুল-কাজা উপলক্ষে ছিল—যে উপলক্ষে প্রথম বৎসর অংশ গ্রহণকারী সমুদয় ছাহাবী-গণই অনিবার্য্যতঃ তথায় উপস্থিত ছিলেন। এমতাবস্থায় কোন দুইজন লোকও ঐ বৃক্ষটি নির্দিষ্ট করা সম্পর্কে একমত হইতে না পারা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং এমতাবস্থায় পরবর্তী লোকগণ কর্তৃক ঐ বৃক্ষের নামে কোন একটি বৃক্ষকে নির্দিষ্ট করিয়া নেওয়া এবং উহার প্রতি ঐরূপ সম্মান প্রদর্শন করা কুসংস্কার বই কি হইতে পারে? বস্তুতঃ এইরূপ হইয়াও ছিল—পরবর্তী লোকগণ একটি বৃক্ষকে ঐ নামে নির্দিষ্ট করিয়া উহার সম্মান ও উহার দ্বারা বরকত হাসিল করা আরম্ভ করিয়াছিল। যাহা দেখিয়া খলীফা ওমর (রাঃ) ঐ গর্হিত বৃক্ষটির মূলোচ্ছেদ করিয়া ছিলেন; অবশ্য যদি ঐ বৃক্ষটি বাস্তবিকই নির্দিষ্ট থাকিত তবে উহা সম্মানের উপযুক্ত ও বরকত হাসিলের বস্তু গণ্য হইত।

হোদায়বিয়ার ঘটনার বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা ঃ

১৪৯৫। **হাদীছ ঃ**—যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা হোদায়-বিয়ার ঘটনাকালে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে যাত্রা করিলাম। একদা রাত্রে বৃষ্টি হইল; রসুলুল্লাহ (দঃ) ফজরের নামাযান্তে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, রাত্রিকালে যে বৃষ্টি হইয়াছে তৎসম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আমাকে একটি বিশেষ তথ্য জ্ঞাত করিয়াছেন—উহা তোমরা জান কি? আমরা আরজ করিলাম, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলই তাহা জানেন।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, ঐ বৃষ্টি সম্পর্কে একদল লোক আমার প্রতি ঈমানের উক্তি ও পরিচয়-দানে প্রভাত করিয়াছে, আর একদল লোক উহা সম্পর্কে আমার প্রতি কুফরী—ঈমানহীনতার উক্তি ও পরিচয় দানে প্রভাত করিয়াছে। যাহারা বলিয়াছে—আল্লার রহমতে, আল্লার দানে ও আল্লার কৃপায় বৃষ্টি হইয়াছে তাহারা আমার প্রতি ঈমানের উক্তি ও পরিচয় দিয়াছে, নক্ষত্র পূজারী-রূপ উক্তি করে নাই। পক্ষান্তরে যাহারা বলে যে, অমুক নক্ষত্রের দরুণ বৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা বস্তুত নক্ষত্রের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনকারী, আমার প্রতি কুফরী ও ঈমানহীনতার পরিচয় দানকারী সাব্যস্ত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ—জগতের বুকে প্রবাহমান কার্য্যাবলী ও ঘটনাবলী সাধারণতঃ কার্য্যকারণের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া সৃষ্টিকর্তারই বিধান। কিন্তু ইহা অবধারিত যে, ঐসব কার্য্যাবলী ও ঘটনাবলীর মূল স্রষ্টা হইলেন বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা এবং ঐ কার্য্যাকারণের স্রষ্টাও তিনিই। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় আদরণীয় সৃষ্টি—মানবজাতির উপকারার্থে ঐসব কার্যকারণ ও কার্য্যাবলীকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন। এমতাবস্থায় যদি মানব ঐসব কার্য্যাবলী ও ঘটনাবলী সম্পর্কে সৃষ্টি কর্তার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কার্য্যাকারণের প্রতি

দৃষ্টি করে তবে নিশ্চয় উহা তাহার পক্ষে মস্তবড় নিমকহারামী, অকৃতজ্ঞতা ও কুফরী গণ্য হইবে। কার্য্যকারণ যাহা শুধুমাত্র বাহ্যিক বাহক ও মাধ্যম উহার আবরণে অন্ধ না হইয়া স্বীয় দৃষ্টি সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি নিবদ্ধ রাখাই মানবের কর্ত্তব্য এবং ইহাই ইসলামের শিক্ষা। ঐ কার্য্যকারণের মাধ্যম আল্লাহ তায়ালাই রাখিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই এই তথ্যও প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, সৃষ্টিকর্তা আমি, তোমাদের দৃষ্টি আমার প্রতিই নিবদ্ধ রাখিও; কার্য্যকারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিও না। এমতাবস্থায় যে হতভাগা সৃষ্টিকর্তার সেই আদেশ লংঘন পূর্বক বাহ্যিক আবরণে অন্ধ হইয়া থাকিবে সে নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিবে।

পাঠকবর্গ। আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত দুই প্রকার উক্তি এবং অন্যান্য জাগতিক কার্য্যাবলী সম্পর্কে এই ধরণের দুই প্রকার উক্তির পার্থক্যকে শুধু কেবল বাক্য-প্রণালী ও বাক্যের কায়দা-কানুনের পার্থক্য এবং ক্রিয়া পদের কর্ত্ত ও উপকর্ত্তা উল্লেখের পার্থক্য গণ্য করিবেন না।

অন্ধকারে নিমজ্জমান ব্যক্তিগণ ঐ বাহ্যিক কার্য্যকারণকে বাস্তব কার্য্যকারক ও মূল প্রতিক্রিয়া-সৃষ্টিকারী গণ্য করিয়া থাকে, এই সূত্রেই তাহারা ঐ সব কার্য্যকারণের পূজক ও উপাসক হইয়া বসে। যদি শুধু বাক্যের মধ্যে উপকর্ত্তাপদ হিসাবে ঐসব কার্য্যকারণকে উল্লেখ করিত তবে কস্মিনকালেও উহার উপাসক হইত না। সূর্য-পূজক, চন্দ্র-পূজক, নক্ষত্র-পূজক, গাভী-পূজক, নদ-নদী-পূজক এবং মহামণীষীগণের মূর্তি-পূজক ইত্যাদি যত গায়রুল্লাহ—আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর পূজক আছে তাহাদের এই পূজা ও উপাসনায় এই তথ্যই নিহিত রহিয়াছে।

অশিক্ষিত ব্যক্তি ও জাতিকে ত শয়তান নমস্কার দান, সেজদা দান, ভোগ দান এবাদত উপাসনা ইত্যাদি পুরাতন ধরণের পূজায় পতিত করে। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত জাতি ও ব্যক্তিগণ যাহারা স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তার সেজদা এবাদৎ ও বন্দেগী করিতেও রাজি নহে তাহাদিগকে শয়তান অন্য ধরণের পূজায় পতিত করিতেছে। তাহারা ঐ সব কার্য্যকারণের প্রতি স্বীয় দৃষ্টিকে এত গাঢ়ভাবে নিবদ্ধ করিয়াছে যে, শুধু বাক্যের মধ্যে উহাকে কর্ত্তা নির্দ্ধারণ করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, বরং বাস্তবেও উহাকেই কার্য্যকর্তা ভাবিয়াছে, তাই তাহারা সৃষ্টিকর্তার প্রতি ধাবিত না হইয়া সর্বদা ঐ কার্যকারণ সমূহের প্রতিই ধাবিত হইয়া থাকে। এই সূত্রেই তাহারা (Godless theory) "খোদা নাই" মতের মতাবলম্বী হইয়াছে।

যদি কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র উপকর্তা হিসাবে ঐরূপ কার্য্যকারণকে বাক্যে উল্লেখ করে, উহাকে বাস্তব কার্যকারক ও মূল প্রতিক্রিয়াশীল গণ্য না করে এবং "খোদা নাই" মতাবলম্বী না হয়, সেইরূপ হওয়ার বাহ্যিক আশঙ্কাও না থাকে—এমতাবস্থায় ঐরূপ

উক্তি ও বাক্য প্রয়োগ ততটা দোষণীয় না হইলেও একেবারে দোষমুক্ত নহে এবং যথাসাধ্য ঐরূপ উক্তি পরিহার করিয়া চলা আবশ্যক। কারণ, উহা "খোদা নাই" মতবাদের উক্তির সামঞ্জস্য। ঐরূপ উক্তির আধিক্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক; কারণ, কোন এক প্রকারের মৌখিক উক্তি যখন বারংবার মুখে আসে তখন আভ্যন্তরীণ ভাবধারার উপর প্রতিক্রিয়া ও ছাপ বসাইতে শয়তান উত্তম সুযোগ পাইয়া বসে, এবং ঐরূপ উক্তি সর্বদা করিতে থাকিলে শয়তান সহজেই "খোদা নাই" মতের দিকে লইয়া যাইতে সক্ষম হয়।

এই সূত্রেই অন্য এক হাদীসে "لو—যদি" শব্দকে আল্লাহ ভিন্ন অন্যান্য অছিলা ও বাহ্যিক কার্যকারণ সম্পর্কে ব্যবহার করা হইতে এই বলিয়া সতর্ক করা হইয়াছে যে, "لو—যদি" শয়তানের প্রবেশ-দ্বার প্রশস্ত করিয়া থাকে। অর্থাৎ সর্বদা বাহ্যিক অছিলা ও কার্যকারণ সমূহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতঃ এইরূপ বলিতে থাকিলে যে, যদি ঐ ব্যবস্থা করিতাম তবে এই হইত, যদি অমুক ব্যবস্থা করিতাম তবে এই অবস্থা হইত না ইত্যাদি—এই রূপে মূল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া সর্বদা শুধু বাহ্যিক কার্যকারণ সমূহের জপনা জপিতে থাকিলে শয়তান উপরোল্লিখিত সুযোগ পাইয়া থাকে; ইহাকেই "শয়তানের দরওয়াজা প্রশস্ত হওয়া" বলা হইয়াছে।

১৪৯৬। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম চারিটি ওম্‌রা করিয়াছিলেন। বিদায় হজ্জকালীনকৃত ওম্‌রাটি ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেকটিই জিলকদ মাসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। হোয়ায়বিয়ার (অসম্পূর্ণ) ওম্‌রাটি জিল্‌কদ মাসে এবং পরবর্তী বৎসর উহার কাজা ওম্‌রাটিও জিল্‌কদ মাসে এবং হোনায়েন-জেহাদে জয় লাভের পর মক্কার অনতিদূরে অবস্থিত "জেয়েররাণা" নামক স্থান হইতে যেই ওম্‌রাটি করিয়াছিলেন উহাও জিল্‌কদ মাসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৪৯৭। **হাদীছ ঃ**—বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হোদায়বিয়ার ঘটনা উপলক্ষে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে তাঁহারা সংখ্যায় চৌদ্দশত বা আরও কিছু অধিক ছিলেন। এই অধিক সংখ্যক লোক যখন হোদায়বিয়া এলাকার কুপটির নিকট অবতরণ করিলেন তখন অল্প সময়ের মধ্যেই উহার পানি নিঃশেষ হইয়া গেল। সকলেই হযরত (দঃ)-এর নিকট পানির অভাবের অভিযোগ লইয়া উপস্থিত হইল। হযরত (দঃ) কুপটির নিকটবর্তী বসিলেন এবং উহা হইতে সংগৃহীত কিছু পরিমাণ পানি উপস্থিত করিতে বলিলেন। তাহা করা হইল; হযরত (দঃ) ঐ পানির মধ্যে স্বীয় থুথনী দিলেন এবং দোয়া করিয়া ঐ পানি কুপে ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, কিছুক্ষণের জন্য পানি উত্তোলন বন্ধ রাখ। অতঃপর কুপে এত অধিক পানি আসিতে লাগিল যে, উপস্থিত সকল মানুষ এবং তাহাদের যানবাহন পানি পানে তৃপ্ত হইল, এমনকি যত দিন তাঁহারা তথায় অবস্থানরত ছিলেন, ঐ পানি তাঁহাদের জন্য যথেষ্ট হইল।

১৪৯৮। **হাদীছ :**—সালেম (রাঃ) জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হোদায়বিয়ার ঘটনা উপলক্ষে একদিন সকলেই পানির অভাবে পতিত হইল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে একটি পাত্রে পানি ছিল। হযরত (দঃ) উহা হইতে অজু করিলেন, এবং অতঃপর সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা অস্থির কেন? সকলেই আরজ করিলেন, আপনার সম্মুখের পাত্রে যে পানিটুকু আছে উহা ব্যতীত আমাদের পানীয় বা অজু করার আর কোন পানি নাই। তখন হযরত (দঃ) স্বীয় হস্ত ঐ পাত্রের মধ্যে রাখিলেন। তৎক্ষণাৎ হযরতের আঙ্গুলসমূহের মধ্য দিয়া ঝর্ণার ন্যায় পানি উতলাইয়া উঠিতে লাগিল। আমরা সকলে ঐ পানি পানে তৃপ্ত হইলাম এবং অজু করিলাম।

আমি জাবের (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন আপনাদের সংখ্যা কি ছিল? তিনি বলিলেন, আমাদের সংখ্যা প্রায় পনর শত ছিল; অবশ্য আমরা এক লক্ষ হইলেও ঐ পানি আমাদের জন্য যথেষ্ট হইত।

১৪৯৯। **হাদীছ :**— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মক্কার এলাকায় হাজ্জাজ ইবনে ইউছুফ কর্তৃক ইবনে যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালিত করার বৎসর বাইতুল্লাহ শরীফে যাওয়ার ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্য হইতে কেহ কেহ বলিলেন, এই বৎসর মক্কা শরীফ যাওয়া স্থগিত রাখিলেই উত্তম হইত। (তথায় যুদ্ধ বিরাজমান, তাই) আশঙ্কা হয়, আপনি বাইতুল্লাহ শরীফ পর্য্যন্ত পৌঁছিতেই সক্ষম হইবেন না।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তদুত্তরে বলিলেন, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে (মক্কা শরীফ) যাইতেছিলাম। কোরায়েশ গোত্রীয় কাফেররা হোদায়বিয়ার এলাকায় প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। তখন হযরত (দঃ) আল্লার নামে উৎসর্গকৃত জানোয়ারসমূহ জবেহ করিয়া দিলেন এবং ছাহাবীগণ মাথা মুণ্ডাইয়া বা চুল কাটিয়া এহ্‌রাম ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। অতএব আমি তোমাদিগকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, আমি ওমরা করার নিয়্যেতে যাত্রা করিলাম; যদি বাইতুল্লাহ শরীফ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম হই তবে ওমরার কার্য্যাদি আদায় করিব, আর যদি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় তবে আমিও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ন্যায় (এহ্‌রাম ভঙ্গ করিয়া অন্য বৎসর কাজা) করিব। কতদূর পথ অতিক্রম করার পর তিনি বলিলেন, প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হইলে হজ্জ ও ওমরার মাছআলাহ সমপর্য্যায়ের, তাই আমি ওমরার সঙ্গে হজ্জেরও নিয়্যেত করিতেছি। অতঃপর তিনি এক তওয়াফ ও এক ছায়ী দ্বারা হজ্জ ও ওমরা উভয় ব্রত সম্পন্ন করিলেন। তাঁহার সম্মুখে কোন বাধার সৃষ্টি হইল না।

হোদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তির বিশেষ গুরুত্ব :

বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই সন্ধি-চুক্তির শর্ত সমূহ মোসলমানদের পক্ষে পরাজয় বরণ ও নতি স্বীকারের শামিল ছিল, যেরূপ অধিকাংশ ছাহাবীগণ বিশেষতঃ ওমর (রাঃ) উপস্থিত

ক্ষেত্রে বুঝিতেছিলেন। কিন্তু উহার ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া ছিল মোসলমানদের পক্ষে অতি মঙ্গলময় এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিতে ছিল বিরাট সাফল্য। নিম্নে কতিপয় বিষয়ের ইঙ্গিত দান করা হইতেছে।

[১] এই সন্ধি সম্পাদনের দ্বারাই মোসলমান জাতি স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী আরব দেশের সেরা মক্কাবাসী কোরায়েশগণ কর্তৃক রাষ্ট্রিয় মর্য্যাদার স্বীকৃতি লাভ করিয়া ছিল তথা বিশ্ব-শক্তির একটি অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে ইহা একটি অতি মূল্যবান মর্য্যাদা। বর্তমান যুগেও দেখা যায় কোন নূতন রাষ্ট্র বিশ্ব-শক্তির স্বীকৃতি লাভের জন্য কত চেষ্টাই না করিয়া থাকে!

[২] হযরত মোহাম্মদ (দঃ) শুধু মদীনা বা মক্কার নবী ছিলেন না, তিনি বিশ্ব-নবী। কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত মোসলমানগণ স্বীয় দেশ ও জাতি কর্তৃক শক্তি ও মর্য্যাদাবানরূপে স্বীকৃত হইয়া শান্তি, শৃঙ্খলা ও অবকাশ লাভের সুযোগ না পাওয়ায় বহির্জগতের সঙ্গে হযরত (দঃ) যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইতে ছিলেন না। সন্ধি সম্পাদন দ্বারা শান্তি ও অবকাশ লাভের সঙ্গে সঙ্গে রসুলুল্লাহ (দঃ) দ্রুত ঐ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইলেন। বিশ্ববাসীর জন্য বিশ্ব-নবী যে সত্যের সওগাত, মঙ্গল ও কল্যাণের ধর্ম বহন করিয়া আনিলেন সর্বজনে উহা পরিবেশন করিতে পারিলেই হইবে উহার সার্থকতা। হযরত (দঃ) তৎকালীন বৃহৎ শক্তিদ্বয়—রোম সম্রাট ও পারস্য সম্রাট এবং অন্যান্য শাসন ক্ষমতাধিকারীগণ, এমনকি আরবের বিশিষ্ট গোত্রীয় সর্দারগণের নিকট লিপি প্রেরণ করিলেন এবং প্রত্যেককে ইসলামের প্রতি আকুল আহ্বান জানাইলেন।

কতিপয় নাম যাহাদের নিকট রসুলুল্লাহ (দঃ) লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন—

(১) রোম সম্রাট—হেরাকল; তাহার নিকট দেহ্ইয়া কলবী (রাঃ) মারফৎ লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ড ৬নং হাদীছে।

(২) পারস্য সম্রাট—খুসরুপরভেজ; তাহার নিকট আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফা (রাঃ) মারফৎ লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন; সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) মিশর অধিপতি মোকাওয়াকাস; তাহার নিকট হাতেব ইবনে আবু বালতায়া (রাঃ) মারফৎ লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে ইসলাম গ্রহণ করে নাই, কিন্তু আদবের সহিত পত্রের উত্তর প্রদান করিয়াছিল এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মানার্থে হাদিয়া পাঠাইয়াছিল।

(৪) আবিসিনিয়া অধিপতি নাজাশী; তাঁহার নিকট আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ) মারফৎ লিপি পাঠাইয়াছিলেম। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হোদায়বিয়ার সন্ধি দ্বারা শান্তি ও অবকাশ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রসুলুল্লাহ (দঃ) এইরূপে সারা বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত ও আহ্বান পৌঁছাইতে পারিয়াছিলেন।

[৩] হোদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে মোসলমান ও মক্কাবাসী কোরায়েশদের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিদ্যমান থাকায় পরস্পর মেলামেশার কোন সুযোগ ছিল না, তাই মোসলমানদের মূল উদ্দেশ্য—দ্বীন ইসলামকে প্রসারিত করা এবং উহার বাস্তব পন্থা—দ্বীন-ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ সমূহের খাঁটীত্ব ও বাস্তবতা এবং মনমুগ্ধকর গুণাবলী ও মোসলমানদের অমায়িকতার দ্বারা মানুষের মন জয় করা ; এই বাস্তব ও সহজ পন্থায় উদ্দেশ্যের সফলতা লাভ হইতেছিল না। মক্কাবাসী কোরায়েশরা মোসলমানদিগকে যাচাই করার এবং ইসলাম সম্পর্কে নীরব চিন্তা করার অবকাশ পাইতেছিল না। হোদায়বিয়ার সন্ধি দ্বারা শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপিত হওয়ায় মক্কাবাসীরা মোসলমানদের সঙ্গে মেলামেশার এবং ইসলামকে নীরব চিত্তে ভাবিয়া দেখার প্রয়াস পাইল, যাহার ফলে অনেকে ইসলামের ছায়াতলে ছুটিয়া আসিল, তাই হোদায়বিয়ার সন্ধি মোসলমানদের পক্ষে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যাহাই হউক, কিন্তু মন ও অন্তর জয় করার পথে বিরাট সাফল্য ছিল।

কোরায়েশদের দক্ষিণ হস্ত ও গর্বের পাত্র, ইতিহাস প্রসিদ্ধ বীর খালেদ ইবনে অলীদ এবং আরবের অদ্বিতীয় কুটনীতিবিদ আম্‌র ইবনুল আছ সন্ধিকালীন শান্ত পরিবেশে ইসলামের কোলে স্থান সংগ্রহ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এমনকি এই সুযোগে সকল মক্কাবাসীই ইসলামের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল।

সার কথা—এই সন্ধির সুযোগেই ইসলাম তাহার গুণবলে শত্রুতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিয়া শত্রুর অন্তর্লোকে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছিল।

[৪] হোদায়বিয়ার সন্ধি দ্বারা শান্তি ও অবকাশ সৃষ্টির সুযোগে মোসলমানগণ বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি ও শক্তি সঞ্চয়ের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। দুই বৎসরের মধ্যে মোসলমানগণ এতদূর শক্তিশালী হইয়া ছিলেন যে যেই মক্কাবাসীরা মোসলমানগণকে কোন কিছু গণ্য করিত না, সন্ধির দুই বৎসর পর যখন মক্কাবাসীগণ কর্তৃক গোপনে চুক্তি ভঙ্গের দরুন মোসলমানগণ মক্কা আক্রমণ করিলেন তখন সেই মক্কাবাসীরা নিজ বাড়ীতে থাকিয়া আত্মরক্ষা মূলক সংগ্রামেও মোসলমানদের মোকাবিলায় পূর্ণ অবতরণে সাহসী হইল না। একপ্রকার বিনাবাধায় মোসলমানগণ মক্কা অধিকার করিতে প্রয়াস পাইলেন। অতএব মক্কা বিজয় যাহা মোসলমানদের পক্ষে বিজয় লাভের চরম সীমা ছিল, কারণ মক্কা বিজয়ের পরেই আরবের বিভিন্ন বস্তি ও গোত্রসমূহ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে সমবেত হইতে লাগিল—এই বিরাট সাফল্যের গোড়ায় নিহিত ছিল একমাত্র হোদায়বিয়ার সন্ধির বদৌলতে সঞ্চিত শক্তি।

হোদায়বিয়ার ঘটনায় সন্ধি-চুক্তির উক্ত ফলাফলসমূহ দৃষ্টে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা পূর্বাহ্নেই এই সন্ধি-চুক্তিকে ইহার বাহ্যিক রূপের বিপরীত "فتح مبين—সুস্পষ্ট বা মহা বিজয়" নামে আখ্যায়িত করিয়া পবিত্র কোরআনের আয়াত রূপে নাযেল করেন, انا فتحنا لك فتحا مبينا—"আমি আপনার জন্য মহা বিজয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলাম"।

আল্লার রসুল (দঃ)ও উহাকে মহাবিজয়রূপেই বরণ করিলেন। উক্ত আয়াত নাযেল হইলে পর হযরত (দঃ) ওমর (রাঃ)কে ডাকিয়া আনিলেন এবং এই আয়াত তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। ওমর (রাঃ) চমকিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, هذا والفتح المبين— ইহা কি মহাবিজয়? রসুলুল্লাহ (দঃ) গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, হাঁ—ইহা মহাবিজয়। পরবর্তী প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল সকলের নজরেই উজ্জলরূপে প্রতীয়মান করিয়া দিল যে, বাস্তবিকই ঐ সন্ধি দ্বারা সুস্পষ্ট বিজয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৫০০। হাদীছ ঃ—বরা (রাঃ) একদা বলিলেন, তোমরা মক্কা বিজয়কে অতি বড় জয়লাভ গণ্য করিয়া থাক, অবশ্য ইহা সত্য যে মক্কা বিজয় অতি বড় জয়লাভ ছিল, কিন্তু আমরা হোদায়বিয়ার ঘটনা উপলক্ষে বায়আ'তে-রেজওয়ান (তথা উহার ফলাফল—মক্কাবাসীগণ কর্তৃক সন্ধি-চুক্তিতে সম্মত হওয়া)কে বড় জয়লাভ গণ্য করিয়া থাকিতাম। আমরা চৌদ্দশত মোসলমান নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সেই হোদায়বিয়ার ঘটনায় উপস্থিত ছিলাম।

হোদায়বিয়া বস্তুতঃ একটি কূপের নাম, আমরা এত লোক তথায় অবস্থানরত হইলে পর অল্প সময়ের মধ্যেই উহা শুষ্ক হইয়া যায়, উহার মধ্যে এক ফোটা পানিও থাকে না। হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ কূপের কিনারায় আসিয়া বসিলেন, অতঃপর পানির পাত্র আনাইলেন এবং অজু করিয়া কুলির পানি কূপে ফেলিলেন ও দোয়া করিলেন। আমরা অল্প সময় কূপের পানি উঠান হইতে বিরত থাকিলাম। অতঃপর আমাদের যানবাহনের জন্যও আমাদের ইচ্ছানুযায়ী পানি উহা হইতে বাহির করিলাম। (৫৯৮ পৃঃ)

১৫০১। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, পবিত্র কোরআনের আয়াত—إنا فتحنا لك فتحا مبينا "আমি আপনার জন্য মহাবিজয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছি" এস্থলে হোদায়বিয়ার ঘটনাকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। উক্ত আয়াত সংলগ্ন আরও আয়াত আছে—

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك .....

অর্থ—(সেই জয়লাভের তথা হোদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তির বদৌলতে) আল্লাহ তায়ালা আপনার আগে-পরের সমস্ত খাতা-কছুর মাফ করিবেন, আপনার প্রতি আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নেয়ামত সম্পূর্ণ করিবেন, আপনাকে সরল সত্য পথের (তথা দ্বীন-ইসলামের) উপর (বাধা মুক্তরূপে) অগ্রসর হইবার সুযোগ দিবেন এবং সম্মান ও মর্য্যাদাশীল প্রাধান্য দান করিবেন। (২৬ পাঃ ছুরা-ফাতাহ)

এই আয়াত নাযেল হইলে ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, অতি সুন্দর সুসংবাদ ইহা, কিন্তু আমাদের সম্পর্কে সুসংবাদ কি? তখন এই আয়াত নাযেল হইল—

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ.....

অর্থ :—(হোদায়বিয়ার ঘটনায় আল্লাহ তায়ালা মোসলমানগণকে ধৈর্য্য ধারণের শিক্ষা ও সুযোগ প্রদান করিয়াছেন), এই উদ্দেশ্যে যে, মোমেন পুরুষ ও নারীকে বেহেশতে পৌঁছাইবেন—যাহার মনোরম বাগ-বাগিচার মধ্যে সুশীতল নহর প্রবাহমান থাকিবে এবং তাহাদের গোনাহসমূহ আল্লাহ তায়ালা মাফ করিয়া দিবেন। এই সব ব্যবস্থাই আল্লাহ তায়ালার নিকট অতি বড় উন্নতি ও সাফল্য গণ্য করা হয়। (৬০০ পৃঃ)

ব্যাখ্যা :— হোদায়বিয়ার ঘটনার বদৌলতে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সম্পর্কে চারিটি সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছে—

(১) আগে-পরের সমস্ত খাতা-কছুর মাফ করা ; তাহা এইরূপে যে, উক্ত ঘটনার দ্বারা অধিক লোক মোসলমান হওয়ার পথ প্রশস্ত হইয়াছিল—

ورايت الناس يدخلون فى دين الله افواجا

"আপনি দেখিতে পাইবেন, দলে দলে লোক আল্লার দীনে দীক্ষিত হইতেছে।" কাহারও অছিলায় কেহ ইসলাম গ্রহণ করিলে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রাপ্ত ও মর্য্যাদাশীল গণ্য হইয়া থাকে ; এই সূত্রে অধিক লোক মোসলমান হওয়ায় রসুলুল্লাহ (দঃ) সেই মান-মর্য্যাদা অধিকের অধিক লাভ করিলেন।

(২) আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নেয়ামত সম্পূর্ণ করিবেন ; তাহা এইরূপে যে, এই ঘটনার বদৌলতে ইসলামের পথ প্রশস্ত হওয়ায় অধিক লোক ইসলাম গ্রহণ করিবে এবং উহার বদৌলতে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মান-মর্য্যাদা ও আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যের চরম সীমায় পৌঁছিবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন।

(৩) সরল পথ তথা দ্বীন-ইসলামের প্রতি অগ্রসর হওয়ার সুযোগ লাভ ; তাহা এইরূপে যে, এই ঘটনার বদৌলতে শান্তি ও অবকাশ পাইয়া মোসলমানগণ প্রচুর শক্তি সঞ্চয়ে সক্ষম হইবে যদ্দ্বারা কাফেররা অতি সহজে পরাজিত হওয়ায় দ্বীন-ইসলামের পথ হইতে মস্তবড় বাধা দূরীভূত হইবে।

(৪) সম্মান ও মর্য্যাদশীল প্রাধান্য লাভ করা ; তাহা এইরূপে যে, এই ঘটনার বদৌলতে সঞ্চিত শক্তির অছিলায় মক্কা জয় হইবে অতঃপর সমস্ত আরব ভূ-খণ্ডের উপর আধিপত্য স্থাপিত হওয়ার পথ সুগম হইবে।

ইতিহাস সাক্ষী যে, ষষ্ঠ হিজরী সনে হোদায়বিয়ার ঘটনায় সন্ধি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উল্লেখিত প্রত্যেকটি সুসংবাদই বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছিল।

ছাহাবীগণের জন্য সুসংবাদ দান করা হইয়াছিল যে, তাঁহারা বেহেশত লাভ করিবেন এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত হইবেন; তাহা এইরূপে যে, এই ঘটনা উপলক্ষে ছাহাবীগণ বিপরীত দুইটি গুণের পরিচয় দান করিয়াছিলেন। প্রথম—আল্লার রসুলের আহ্বানে জান-মাল সর্বস্ব উৎসর্গ করতঃ জেহাদের জন্য বায়আ'ত ও অঙ্গীকার করিলেন। দ্বিতীয়—সবল প্রকার উস্কানীমূলক ও অসংগত দাবীর উপর ধৈর্য্যধারণ করতঃ আল্লার রসুলের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। দ্বীনের জন্য উৎসর্গতা এবং আল্লার রসুলের আনুগত্য মোসলমানগণ পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছিলেন। দ্বীনের জন্য উৎসর্গতা এবং আল্লার রসুলের আনুগত্য, দুনিয়া-আখেরাতের কামিয়াবী ও বেহেশত লাভ ইত্যাদির প্রধান অবলম্বন।

হোদায়বিয়ার ঘটনায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের ফজিলত :

১৫০২। হাদীছ :—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হোদায়বিয়ার ঘটনা উপলক্ষে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা ভূ-পৃষ্ঠের শ্রেষ্ঠতম মানুষ। ঐ ঘটনায় আমরা চৌদ্দশত সংখ্যক ছিলাম। তথায় যেই স্থানে গাছের তলায় বসিয়া আমরা বায়আ'তে-রেজওয়ান করিয়াছিলাম, বর্তমানে আমার দৃষ্টিশক্তি বিদ্যমান থাকিলে আমি হয়ত তোমাদিগকে ঐ স্থানটি দেখাইতে সক্ষম হইতাম। (৫৯৮ পৃঃ)

১৫০৩। হাদীছ :— ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খাদেম আসলাম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি খলিফা ওমরের সঙ্গে যাইতে ছিলাম; একটি বয়স্কা রমণী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, হে আমীরুল-মোমেনীন! আমার স্বামী এন্তেকাল করিয়াছেন, কতিপয় শিশু সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন। তাহাদের জন্য বকরীর পায়ের খুরা পাকাইয়া আহারের ব্যবস্থা করার সামর্থও আমার নাই, কোন শস্য ফসলের ব্যবস্থা বা গাভী ছাগলও নাই; অনাহারে তাহারা এইরূপ হইয়া গিয়াছে যে, আশঙ্কা হয়, মুর্দারখোর জন্তু—বিজ্জু তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিবে। আমার পিতা খোফাফ্ ইবনে আইমা (রাঃ); তিনি হোদায়বিয়ার ঘটনায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গী ছিলেন।

খলীফা ওমর (রাঃ) স্বীয় উদ্দেশ্য পথে অগ্রসর না হইয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত ঐ রমণীটির অভিযোগ শ্রবণ করিলেন। অতঃপর রমণীটিকে ধন্যবাদ দান করতঃ স্বীয় বাড়ী আসিয়া একটি মোটা-তাজা উটের পৃষ্ঠে দুই বস্তা খাদ্য বস্তু, অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ এবং কাপড়-চোপড় রাখিয়া উটের নাকা দড়িটি ঐ রমণীর হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, তুমি এইসব লইয়া যাও, ইহা শেষ হইতে হইতে আশাকরি আল্লাহ তায়ালা তোমার সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

এক ব্যক্তি বলিল, আমীরুল-মোমেনীন! রমণীটিকে অনেক বেশী দিয়াছেন। ওমর (রাঃ) তাহাকে ভৎর্সনা পূর্বক বলিলেন, তাহার বাপ-ভাই যেই রাজত্ব জয় করিয়া গিয়াছেন সেই রাজত্বে তাঁহাদের অর্জিত সম্পদই আমরা ভোগ করিতেছি।

১৫০৪। **হাদীছ :**—আসলাম (রঃ) ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) (হোদায়বিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের) ছফরে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। ঐ সময় ওমর (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে কোন একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন; রসুলুল্লাহ (দঃ) কোন কিছুর উত্তর করিলেন না, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন এইবারও তিনি কোন উত্তর দিলেন না। তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতেও উত্তর পাইলেন না। ওমর (রাঃ) নিজকে নিজে তিরস্কার করিলেন যে, তিনবার রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বিরক্ত করিলেন, কিন্তু একবারও রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তর দিলেন না।

ওমর (রাঃ) বলেন, আমি ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িলাম যে, (রসুলুল্লাহ (দঃ) কে বিরক্ত করার ফলে আমার প্রতি ভর্ৎসনা করিয়া) কোন আয়াত নাযেল হইয়া পড়ে না কি! এই ভয়ে আমি আমার উটকে হাকাইয়া সকলের অগ্রে চলিয়া গেলাম, (যেন আমি হযরত রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নজরে না পড়ি।) কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই এক ব্যক্তি আমার নাম ধরিয়া ডাকিল। আমি মনে মনে বলিলাম, যাহা ভাবিয়া ছিলাম যে, আমার বিরুদ্ধে কোরআনের আয়াত নাযেল হয় না কি? (তাহাই হইয়াছে বুঝি।) এই ভাবনা লইয়া আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং সালাম করিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, অদ্য আমার প্রতি একখানা আয়াত নাযেল হইয়াছে, উহা আমার নিকট দুনিয়ার সব ধন-দৌলত অপেক্ষা অধিক প্রিয়। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন—إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا "আমি আপনার জন্য সুস্পষ্ট বিজয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।" (৬০০ পৃঃ)

ব্যাখ্যা :—সম্পূর্ণ আয়াতটি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সম্পর্কে এবং মোসলমানগণ সম্পর্কে কতিপয় সুসংবাদ সম্বলিত ছিল যাহার বিবরণ পূর্বে উল্লেখ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন হোদায়বিয়ার সন্ধির বাহ্যিক নতি স্বীকারের আড়ালে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বিরাট বিজয় ও সাফল্যের যে ছবি দেখিতে ছিলেন, এই আয়াত উহারই ঘোষণা দিতে ছিল; তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) এই আয়াতটিকে বিশেষ প্রিয় বস্তুরূপে গ্রহণ করিলেন এবং ঐ সন্ধির বাহ্যিক অবস্থা দৃষ্টে ওমর (রাঃ) সর্বাধিক মনক্ষুন্ন ছিলেন; তাই তাঁহাকে ডাকিয়া হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ আয়াতটি শুনাইয়া দিলেন।

১৫০৫। **হাদীছ :**—মোছাইয়্যেব (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি বরা ইবনে আযেব (রাঃ) ছাহাবীর সাক্ষাতে উপস্থিত হইলাম এবং আরজ করিলাম, আপনার জন্য ত বড় সুসংবাদ—আপনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন এবং হোদায়বিয়ার ঘটনা উপলক্ষে বায়আ'তে রেজওয়ানের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। তিনি তদুত্তরে বলিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি ত অবগত নও—রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইহকাল ত্যাগের পর আমরা কি কি বিপরীত কার্য্য করিয়াছি! (৫৯৯ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন। কিন্তু স্বীয় গুনের প্রতি নজর না রাখা এবং আল্লার দরবারে নিজেকে অপরাধী গণ্য করাই মহত্তের পরিচয়।

ছোট একটি অভিযান

১৫০৬। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "ওকল" এবং "ওয়ায়না" গোত্রদ্বয়ের কতিপয় লোক মদিনায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া ইসলামের বাহ্যিক স্বীকৃতি প্রকাশ করিল। মদীনার আবহাওয়া তাহাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল না হওয়ায় তাহারা শোথাক্রান্ত হইয়া গেল। তাহারা হযরতের নিকট আরজ করিল যে, আমরা খোলা মাঠে থাকিতে ও দুগ্ধ পানে অভ্যস্ত, বস্তির মধ্যে থাকা এবং শাক-শব্জি খাওয়ায় আমরা অভ্যস্ত নহি, (আমাদের জন্য উন্মুক্ত বাসস্থান ও দুধের ব্যবস্থা করিয়া দিন।)

মদীনা শহর হইতে বাহিরে একস্থানে হযরতের (তথা বায়তুল-মালের) কতকগুলি উট রক্ষিত ছিল; হযরত (দঃ) তাহাদিগকে তথায় চলিয়া যাইতে এবং (তাহাদের ব্যাধি দূষ্টে) তাহাদিগকে তথায় উটের দুগ্ধ ও চনা ব্যবহার করার পরামর্শ দিলেন। তাহারা তথায় যাইয়া যখন রোগমুক্ত হইল তখন তথায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যে রাখাল ছিল তাহাকে (পৈশাচিক রূপে) হত্যা করিয়া ফেলিল এবং উটসমূহ লইয়া পলায়ন করিল।

হযরত (দঃ) সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন, তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে পাকড়াও করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। ঐ দিনই তাহাদিগকে বন্দী করিয়া উপস্থিত করা হইল। হযরত (দঃ) তাহাদের প্রতি কঠোর দণ্ডাদেশ দান করিলেন যে, উত্তপ্ত শালকা দ্বারা তাহাদের চক্ষু ঘায়েল করা হউক এবং এক হাত ও এক পা কাটিয়া রক্ত বন্ধের ব্যবস্থা ব্যতিরেকে ফেলিয়া রাখা হউক। তাহাই করা হইল এবং তাহাদিগকে রৌদ্রে ফেলিয়া রাখা হইল; তাহারা পানি চাহিল; পানি দেওয়া হইল না, (পিপাসায় তাহারা মাটি চাটিতে ছিল;) এইরূপে তাহাদের মৃত্যু হইল।

ব্যাখ্যা ঃ—তাহাদের শাস্তির কঠোরতা সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছে যত রকমের ব্যবস্থা উল্লেখ আছে অনুবাদের মধ্যে সবই একত্রে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এখন তাহাদের অপরাধ ও বর্বরতার ফিরিস্তি শুনুন।

(১) হযরত (দঃ) তাহাদের অত্যন্ত উপকার করিয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে বাইতুল মালের উট সমূহের দুগ্ধ বিনা মূল্যে পান করার সুযোগ দান করতঃ রোগ মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কি পিশাচ তাহারা যে, রোগমুক্তির পর সেই উপকারের প্রতিদানে তাহারা হযরতের রাখালকে অমানুষিকতার সহিত অত্যন্ত নির্মম ও নির্দয়ভাবে

হত্যা করিয়া ফেলে। "যোরকানী" নামক কেতাবে বর্ণিত আছে যে, তাহারা তাঁহার চোখে এবং জিহ্বায় বড় বড় কাঁটা বিদ্ধ করিয়া দেয়, তাঁহার অঙ্গ সমূহ কাটিয়া ফেলে অতঃপর তাঁহাকে জবাই করে।

সেই রাখাল ছিলেন অতি নিরীহ অতি সাধু প্রকৃতির, হজরতের ক্রীতদাস, তাঁহার নাম ছিল "ইয়াসার" তিনি অত্যাধিক নামাজ পড়িতেন। হযরত (দঃ) তাঁহার নামাযে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আজাদ ও মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন এবং ঐসব উটের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এমন মহৎ ব্যক্তিকে ঐ পিশাচগণ নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, বরং কোন কোন হাদীছের বর্ণনা মতে তথায় একাধিক রাখাল ছিল, ঐ নরপিশাচগণ তাহাদের সকলকেই নির্মম ভাবে হত্যা করিয়াছিল।

(২) মদীনায় মোনাফেক অনেকই ছিল, কিন্তু মনুষ্যত্বহীন ঐ নরপিশাচগণ মোনাফেকীর সঙ্গে সঙ্গে মোসলমানদের জান-মাল বিপন্ন করার এক ভয়ঙ্কর পন্থার সূত্রপাত করিল যে, প্রকাশ্যে মোসলমানদের দলভুক্ত থাকিয়া সুযোগ প্রাপ্তে মোসলমানদের জান-মাল ক্ষতি করিয়া পলায়ণ করিল।

(৩) ইসলামের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লওয়ার পর তাহারা ইসলাম ও মোসলমানদের বিদ্রোহী হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন নরহত্যা, লুণ্ঠনের অপরাধ ত ছিলই।

অপরাধীকে সমুচিত শাস্তি প্রদানে কোন প্রকার দয়া প্রদর্শন বস্তুতঃ শান্তিকামী জনসাধারণের উপর অন্যায়-অত্যাচারের শামিল। রাষ্ট্রিয় ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি ঐরূপ করিলে তাহা তাহার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও ত্রুটিই হইবে না শুধু, বরং জনসাধারণের জান-মাল বিপন্ন করার সহায়তা করনের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইবে। এতদ্ভিন্ন ঐ নরপিশাচগণ উক্ত অপরাধসমূহের সর্বপ্রথম উদ্যোক্তা ছিল—ইতিপূর্বে মোসলমানদের দলভুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা ঐরূপ কার্য্য হয় নাই। অঙ্কুরে যদি আদর্শ শাস্তি প্রদান করিয়া এইরূপ পন্থাকে রুদ্ধ করার ব্যবস্থা করা না হইত, তবে জনসাধারণের নিরাপত্তা ব্যহত হইত এবং প্রতিটি সুযোগেই এইরূপ ঘটনা ঘটিতে থাকিত। এই অবস্থার অতি বড় কুফল এই ফলিত যে, নূতন মোসলমানদের পুনর্বাসন অসম্ভব হইয়া পড়িত।

উল্লিখিত অপরাধ ও বিষয়াবলী দৃষ্টে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। লুণ্ঠনের অপরাধে কোরআনে বর্ণিত হাত-পা কাটিবার আদেশ দিয়াছিলেন এবং নরহত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ড দিয়াছিলেন। নরহত্যায় পৈশাচিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা দৃষ্টে শাস্তিকে কঠোরতর করার জন্য গরম শলাকা দ্বারা চক্ষু ঘায়েল করার এবং পানি হইতে বঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মোসলেম শরীফে বর্ণিত আছে, মূল ঘটনার রাবী স্বয়ং আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহাদের চোখে গরম শলাকা দেওয়ার কারণ এই ছিল যে, তাহারা রাখালগণের চোখে গরম শলাকা দিয়াছিল।

ইমাম বোখারী (রঃ) এস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন যে, (ঐ ঘটনায় অপরাধীদের অপরাধ দৃষ্টে) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (তাহাদের চক্ষু ঘায়েল করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু) অতঃপর তিনি এইরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

এক হাদীছে সাধারণ বিধি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, নরহত্যার দায়ে প্রাণদণ্ড একমাত্র তরবারীর দ্বারাই সমাধা করিতে হইবে। সাধারণ নিয়ম ও মছআলাহ ইহাই।

জী-কারাদের অভিযান

"জী-কারাদ" মদীনা হইতে দুই দিনের পথে অবস্থিত একটি ঝরনার নাম। এই অভিযানে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ এলাকা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিলেন, তাই এই অভিযান ঐ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহ আলাইহের মতে এই অভিযানটি ষষ্ঠ হিজরীর শেস বা সপ্তম হিজরীর প্রথমভাগে খয়বরের জেহাদের তিন দিন পুর্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৫০৭। হাদীছ ঃ—সালামাতুবনুল-আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, জী-কারাদের নিকটবর্তী ("গাবাহ্" নামক স্থানে) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কতকগুলি উট চরিয়া বেড়াইত এবং তথায় রক্ষিত ছিল। আমি (ঘটনার দিন) শেষ রাতে ফজরের নামাজের আজানের পুর্বে ঐদিকে যাইতেছিলাম। আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ক্রীতদাস আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল, হযরতের উটগুলি লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম লুণ্ঠনকারী কে? সে বলিল, গাতাফান গোত্রীয় লোক।

সালামা (রাঃ) বলেন, তখন আমি যে স্থানে ছিলাম তথা হইতেই তিনবার চীৎকার করিয়া মদীনা শহরবাসী সকলকে সতর্ক করিতে এবং স্বীয় আওয়াজ পৌছাইতে সক্ষম হইলাম। অতঃপর আমি সম্মুখ পানে দ্রুত ছুটিলাম, এমনকি আমি লুণ্ঠনকারী দলকে পাইয়া ফেলিলাম; তাহারা একস্থানে পানি পান করিতেছিল। আমি তাহাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। আমি তাহাদিগকে সন্ত্রস্ত করিবার জন্য প্রতিটি তীর নিক্ষেপের সময় বলিতাম, "আমি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আক্ওয়ার বেটা; আজ কমীনা ও অসভ্য লোকদিগকে নিপাত করার দিন।" এইরূপে আমি তাহাদিগকে তীর বর্ষণের দ্বারা হাঁকাইতে থাকিলাম। তাহারা বেগতিক দেখিয়া আমার হাত হইতে রক্ষা পাইতে দ্রুত দৌড়িবার উদ্দেশ্যে হাল্কা-পাতলা হইবার জন্য লুণ্ঠিত উটগুলি এক এক করিয়া পেছনে ছাড়িতে আরম্ভ করিল। এইরূপে লুণ্ঠিত সমুদয় উট তাহাদের কবল হইতে উদ্ধার করিলাম, কিন্তু আমি ক্ষান্ত-হইলাম না। অতঃপর তাহারা স্বীয় কাপড়-চোপড় ইত্যাদি পেছনে ফেলিতে লাগিল। আমি তাহাদের হইতে ঐরূপে ত্রিশটি চাদর (এবং ত্রিশটি বর্শা) লাভ করিলাম; এই সবই তাহারা দ্রুত দৌড়িয়া পালাইবার জন্য পেছনে

ফেলিয়াছে। আমি উহার প্রত্যেকটিতে পাথর ইত্যাদি রাখিয়া নিদর্শনযুক্ত করিয়া রাখিয়া যাইতে ছিলাম।

(এদিকে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার প্রথম অবস্থার চীৎকার শুনিয়া পাঁচশত মোজাহেদের এক বাহিনী লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন।) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং মোজাহেদ বাহিনী (সন্ধ্যাকালে) আমার সঙ্গে মিলিত হইলেন। আমি আরজ করিলাম যে, শত্রুদলকে আমি (সারাদিন তীর মারিয়া) পানি পান করা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছি, এখন পর্য্যন্ত তাহারা পিপাসায় কাতর; আপনি এখনই সৈন্য বাহিনী তাহাদের পশ্চাতে প্রেরণ করুন (সহজেই তাহারা ধরা পড়িবে)। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি ত তাহাদের হইতে সব কিছু উদ্ধার ও হস্তগত করিয়া নিয়াছ; এখন তাহাদিগকে মুক্তি দাও। অতঃপর আমরা মদীনা পানে প্রত্যাবর্তন করিলাম, রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে স্বীয় যানবাহনে বসাইলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—সালামাতুবনুল-আক্‌ওয়া (রাঃ) কতিপয় গুণে বিশেষ খ্যাতি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার আওয়াজ অতি উচ্চ ছিল, তাই তিনি আলোচ্য ঘটনায় স্বীয় চীৎকার সমস্ত মদীনাবাসীকে শুনাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ তীরান্দাজ ছিলেন। সর্বাধিক বিশিষ্ট গুণ তাঁহার মধ্যে ছিল দ্রুত দৌড়িবার অসীম শক্তি। আলোচ্য ঘটনায় তিনি ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এত দ্রুতবেগে দৌড়িয়াছিলেন যে, শত্রুদল যানবাহনের উপর থাকিয়াও তাঁহার হাত হইতে রক্ষা পাইতেছিল না। এমনকি মোছলেম শরীফের রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে যে, এই অবস্থায় মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালে কোন এক ছাহাবী তাঁহার সঙ্গে দৌড়িবার পাল্লা লাগাইল, এই দৌড়েও সালামা (রাঃ)ই অগ্রগামী হইলেন।

খয়বরের জেহাদ

মদীনা হইতে উত্তর দিকে এক শত মাইলেরও অধিক ব্যবধানে অবস্থিত একটি শহরের নাম "খয়বর"। তথায় ইহুদী জাতির বসবাস ছিল এবং ইহুদীদের সর্বপ্রধান ও সর্বাধিক শক্তিশালী কেন্দ্র উহাই ছিল। মদীনা হইতে বহিষ্কৃত বনু-নজীর, বনু-কাইনুকা ইহুদী গোত্রসমূহ তথায় বসতি স্থাপন করার পর সেখানে ইহুদীদের শক্তি আরও বাড়িয়া গিয়াছিল; মোসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা, ষড়যন্ত্র এবং উত্তেজনাও বৃদ্ধি পাইয়া ছিল। তথাকার ইহুদীদের প্ররোচনা উৎসাহ দান ও উত্তেজনা সৃষ্টির কারণে মোসলমানদের উপর বড় বড় আক্রমণের সূচনা হইয়া থাকিত। খন্দকের যুদ্ধ, বনু-কোরায়জার ঘটনা এবং জি-কারাদের ঘটনার ন্যায় বড় বড় ঘটনা ঐ ইহুদীদের কারসাজিরই প্রতিক্রিয়া ছিল। এই সূত্রে মক্কাবাসী কোরায়েশদের ন্যায় খয়রবাসী ইহুদীরাও ইসলাম এবং মোসলমানগণের প্রধানতম শত্রু ছিল এবং নিকটতম শত্রু ছিল।

ষষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে মক্কাবাসী কোরায়েশদের সঙ্গে হোদায়রিয়ার ঘটনায় সন্ধি প্রতিষ্ঠা দ্বারা ঐদিক হইতে অবকাশ লাভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খয়বরের প্রতি দৃষ্টি দিলেন। মাত্র বিশ-পঁচিশ দিন পরেই তথা ষষ্ঠ হিজরীর শেষ দিকে বা সপ্তম হিজরীর প্রারম্ভে হযরত (দঃ) খয়বর অভিযানে যাত্রা করিলেন। এই অভিযানে ষোল শত মোহাজেরদের এক বাহিনী তাঁহার সঙ্গে ছিল তন্মধ্যে দুই শত ছিলেন অশ্বারোহী।

খয়বর শহর বিভিন্ন দুর্গে বিভক্ত ছিল, ভিন্ন ভিন্ন নামের নয়টি দুর্গ ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) রাত্রিবেলা খয়বরের নিকটবর্তী পৌঁছিলেন এবং ভোরে অতর্কিতে শহরে প্রবেশ করিলেন। শহরবাসী কৃষকরা সর্বপ্রথম মোসলমান সৈন্যগণকে দেখিয়া চিৎকার করিলে শহরবাসীরা বিভিন্ন দুর্গ ও কেল্লাসমূহে আশ্রয় নিল এবং দুর্গের ভিতরে থাকিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রহিল। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক একটি দুর্গের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। প্রথম দিকে নায়ে'ম দুর্গ ও ছা'ব দুর্গ জয় করা হইল। এই দুর্গদ্বয়ে খয়বরবাসীরা রসদ জমা করিয়াছিল, তাই উহা জয় হওয়ার দরুন মোসলমানদের শক্তি সঞ্চয় হইল। এতদ্ভিন্ন "নাতাৎ" নামক দুর্গও জয় হইল; এই দুর্গে বিশেষ রূপের শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী বিদ্যমান ছিল। এইরূপে দুর্গসমূহ এক একটি জয় হইতে লাগিল। "কামুছ" নামক একটি দুর্গ ছিল, তথায় সর্বাধিক সৈন্যের সমাবেশ ছিল এবং "মোরাহ্হাব" নামক আরব বিখ্যাত দুর্দম পাহালওয়ান ঐ দুর্গবাসী ছিল। এই দুর্গেই ভীষণ যুদ্ধ হয়, মোসলমানগণ দুর্গটি ঘেরাও করিয়া অবরুদ্ধ রাখে, দীর্ঘ বিশ দিন পর্য্যন্ত এই অবরোধ অবস্থায় ভয়ানক যুদ্ধ চলিতে থাকে। এই সময় রসুলুল্লাহ (দঃ) মাথা ব্যাথায় আক্রান্ত ছিলেন, তাই তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারিতেন না। প্রথম আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নেতৃত্বে যুদ্ধ চলিল, কিন্তু দুর্গ জয় হইল না। অতঃপর ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নেতৃত্বে যুদ্ধ চলিল, এইবারও দুর্গ জয় হইল না। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আগামীকল্য আমি এমন এক ব্যক্তিকে নেতৃত্ব দান করিব যাহার হস্তে (এই দুর্গ তথা সমগ্র) খয়বর জয় হইবে। এস্থলেই পূর্বে বর্ণিত ১৩৪৭ নং হাদীছের বিষয়াবলী অনুষ্ঠিত হয় এবং হযরত (দঃ) আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হস্তে যুদ্ধ-পতাকা দান করিয়া তাঁহার উপর যুদ্ধ পরিচালনার নেতৃত্ব অর্পন করেন। দুর্দ্ধর্ষ পাহালওয়ান মোরাহ্হাব দর্প ও গর্বের সহিত দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিল। আলী (রাঃ) প্রথম আঘাতেই তাহার দর্প চিরতরে খতম করিয়া দিলেন, সে নিহত হইল। এই যুদ্ধে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিশেষ বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পাইল, এমনকি তিনি দুর্গের গেটের একটি কপাট ভাঙ্গিয়া উহাকে ঢালরূপে ব্যবহার করিলেন—সেই ঘটনা সম্পর্কে নানাপ্রকার গুজব কথিত আছে; অনেক অনেক ঐতিহাসিক ঐসব গুজবকে বর্ণনা করিয়া সকলেই একবাক্যে ঐ সবকে ভিত্তিহীন বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। যাহাই হউক শেষ

পর্য্যন্ত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল—দীর্ঘ কুড়ি দিনের অজেয় দুর্গ আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হস্তে জয় হইল। এই দুর্গের পতনে সমস্ত খয়বরের পতন ঘটিল, তাই আলী (রাঃ) খয়বর-বিজেতা রূপে খ্যাতি লাভ করিলেন।

এই দুর্গের পতনের পরেও কতিপয় দুর্গ অবশিষ্ট ছিল এবং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐগুলিও ঘেরাও করিয়া অবরোধ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় কোন সংঘর্ষ হয় নাই, বরং ইহুদীরা শুধু পরনের কাপড় লইয়া সর্বস্ব ছাড়িয়া খয়বর ত্যাগ করার শর্তে আত্মসমর্পণ করিল। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত ইহুদীদের অনুরোধে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে আধাভাগী হিসাবে বর্গাদাররূপে তথায় থাকিতে দেওয়ায় রাজি হইলেন; এইরূপে খয়বর অভিযানের সমাপ্তি ঘটিল।

১৫০৮। হাদীছ ঃ—সোয়ায়েদ ইবনে নোমান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে খয়বর অভিযানে যাত্রা করিয়াছিলেন। (তিনি বলেন,) যখন আমরা ছাহ্‌বা নামক স্থানে পৌঁছিলাম যেই স্থানটি খয়বরের নিকটবর্তী ছিল, তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) আছরের নামায পড়িলেন, অতঃপর সকলকে খাদ্যবস্তু উপস্থিত করার আদেশ করিলেন। ছাতু ভিন্ন আর কিছুই উপস্থিত করার ছিল না। রসুলুল্লাহ (দঃ) উহাই তৈরী করার আদেশ করিলেন; তিনি এবং আমরা সকলেই উহা খাইলাম, অতঃপর তিনি এবং আমরা সকলেই কুল্লি করতঃ নূতন অজু ব্যতিরেকেই মগরেবের নামায পড়িলাম।

১৫০৯। হাদীছ ঃ—সালমাতুবনুল-আক্‌ওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে খয়বর অভিযানে যাত্রা করিলাম। রাত্রিবেলায় আমরা পথ চলিতে ছিলাম, এক ব্যক্তি (আমার চাচা—) আ'মের ইবনুল আক্‌ওয়া (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি আমাদিগকে আপনার তারানা পাঠ করিয়া শুনান। আ'মের (রাঃ) কবি মানুষ ছিলেন; তিনি স্বীয় যানবাহন হইতে অবতরণ করিয়া সকলের আগে আগে তারানা গাহিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি এই তারানা গাহিতে লাগিলেন—

اَللّٰهُمَّ لَوْلَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا — وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

হে আল্লাহ! তোমার সাহায্য ও তৌফিক না হইলে আমরা সৎপথ পাইতাম না; দান-খয়রাত, নামায ইত্যাদি নেক আমলের সুযোগ পাইতাম না।

فَاغْفِرْ فِدًى لَكَ مَا بَقِيْنَا — وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَاقَيْنَا

আমাদের সর্বস্ব তোমার সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করতঃ নিবেদন করিতেছি, আমাদের কৃত সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দাও এবং ইসলামদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদিগকে পদস্থিতি ও দৃঢ়তা দান কর।

وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا - إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا - وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

আমাদের উপর শান্তি বর্ষণ কর। আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার কারণেই আমরা সংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছি ; ইসলামদ্রোহীগণ আমাদের বিরুদ্ধে ভীষণ কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছে।

(আমের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সুমধুর সুরে) রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তারানা গাহিয়া কাফেলা পরিচালনকারী কে ? সকলেই উত্তর করিল, আমের ইবনুল আক্‌ওয়া। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, يرحمه الله আল্লাহ তাহার উপর রহম করুন। (এই সম্পর্কে সকলেরই অভিজ্ঞতা ছিল যে, যুদ্ধ উপলক্ষে রসুলুল্লাহ (দঃ) যাঁহার সম্পর্কে ইহা বলিতেন, তাঁহার আয়ু শেষ বলিয়া প্রমাণিত হইত, তাই) এক ব্যক্তি আরজ করিল, হে আল্লার নবী। আপনার বাক্যের প্রতিক্রিয়া ত অনড় অটল। এই ব্যক্তির দ্বারা উপকৃত হওয়ার আরও কিছু সুযোগ আমাদিগকে দান করিলেন না কেন ?

অতঃপর আমরা খয়বর পৌঁছিলাম, আমরা খয়বরবাসীকে ঘেরাও করিলাম। দীর্ঘ দিন ঘেরাও করিয়া রাখিতে গিয়া আমরা ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িলাম। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে (একটি দুর্গের) জয়লাভ দান করিলেন। জয়লাভের দিন সন্ধ্যাবেলা খানা তৈরীর জন্য আগুন প্রজ্জলিত করা হইল যাহা অনেক অধিক ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এইসব অগ্নি দ্বারা কি পাকান হইতেছে ? সকলেই উত্তর করিল, গোশত। রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের গোশত ? সকলে উত্তর করিল, গৃহপালিত গাধার গোশত। রসুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিলেন, গোশত ফেলিয়া দাও এবং পাত্রসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেল। এক ব্যক্তি আরজ করিল, গোশত ফেলিয়া দিয়া পাত্রকে ধৌত করিয়া লইলে চলিবে কি ? হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহাও করা যাইতে পারে।

যুদ্ধ চলাকালীন পূর্বোল্লিখিত আমের (রাঃ) রণে অবতরণ করিলেন, তাঁহার তরবারীখানা দৈর্ঘ্যে ছোট ছিল, তিনি উহা দ্বারা এক ইহুদীর পায়ে আঘাত করিতে চাহিলেন, কিন্তু উহা (ছোট হওয়ার দরুন) ঐ ইহুদীর পায়ে না লাগিয়া আমের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্বীয় হাঁটুর উপর উহার আঘাত লাগিল ; সেই আঘাতেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

(ছালামা (রাঃ) বলেন,) যখন আমরা খয়বর হইতে প্রত্যাবর্তনে যাত্রা করিলাম তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে মনক্ষুণ্ন দেখিতে পাইলেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি মনক্ষুণ্ন কেন ? আমি আরজ করিলাম, আপনার চরণে আমার মাতা-পিতা উৎসর্গ—সকলেই এইরূপ বলে যে, আমেরের নেক আমলসমূহ বরবাদ ও নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে ; (যেহেতু আত্মহত্যার ন্যায় সে নিজ হস্তে মারা গিয়াছে।) এতদ শ্রবণে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ঐরূপ কথা যে বলিয়াছে সে ভুল করিয়াছে ; সে (আমের) ত দ্বিগুণ ছওয়াব লাভ করিয়াছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) দুই অঙ্গুলির দ্বারা ইশারা করিয়াও

দেখাইলেন এবং বলিলেন, সে ত দ্বীনের জন্য কঠোর পরিশ্রমকারী মোজাহেদ ছিল, এমনকি সমগ্র আরবে তাহার ন্যায় ব্যক্তি কমই দেখা যায়।

১৫১০। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রাত্রিকালে খয়বর শহরের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছিলেন। হযরতের অভ্যাস এই ছিল যে, রাত্রিবেলা কোন বস্তির নিকট পৌঁছিয়া ভোর হইবার পূর্বে ঐ বস্তির উপর আক্রমণ শুরু করিতেন না, এইস্থলেও তাহাই করিলেন। যখন ভোর হইল এবং খয়বরবাসী ইহুদীরা ধামা, বেলচা লইয়া বাগানের কার্যে বাহির হইল (ঠিক সেই সময় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শহরের উপর আক্রমণ করিলেন।) তাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়া সন্ত্রস্ততার সহিত এই বলিয়া চীৎকার করিল যে, কসম খোদার! মোহাম্মদ এবং তাহার সৈন্যবাহিনী আসিয়া পড়িয়াছে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তকবীর ধ্বনি দিলেন এবং বলিলেন; আমরা কোন বস্তির উপর আক্রমণ চালাইলে সেই বস্তিবাসীরা পর্যুদস্ত হইতে বাধ্য।

১৫১১। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া এই সংবাদ দিল যে, গাধাসমূহ খাইয়া ফেলা হইতেছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) চুপ রহিলেন—কিছু বলিলেন না। সংবাদদাতা দ্বিতীয়বার ঐ সংবাদ দিল, হযরত (দঃ) এইবারও চুপ রহিলেন। সংবাদদাতা তৃতীয়বার আসিয়া বলিল যে, গাধা সব শেষ হইয়া গেল। এইবার রসুলুল্লাহ (দঃ) এই ঘোষণা দিবার আদেশ করিলেন যে, আল্লাহ এবং আল্লার রসুল তোমাদিগকে গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খাইতে নিষেধ করিতেছেন। তৎক্ষণাৎ চুলার উপর হইতে ডেগসমূহ উল্টাইয়া দেওয়া হইল, অথচ উহার মধ্যে গোশ্‌তের তরকারী টগবগ করিতেছিল। (ইহা খয়বর জেহাদের সময়ের ঘটনা)।

১৫১২। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অন্ধকার থাকিতে খয়বরের নিকট ফজরের নামায পড়িলেন। অতঃপর (শহরে প্রবেশ কালে) আল্লাহু আকবার, খয়বর ধ্বংস হউক ধ্বনি দিলেন।

অতঃপর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শত্রুপক্ষীয় বিদ্রোহী যোদ্ধাগণকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন এবং নারী ও শিশুগণকে বন্দীরূপে (সকলের মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়া তাহাদের জীবিকা নির্বাহের সুব্যবস্থা) করিলেন। বন্দীদের মধ্যে "ছফিয়া" নাম্নী একটি রমণী ছিলেন। তিনি প্রথমে দেহ্‌ইয়া কলবী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হস্তগত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হইয়া গেলেন; রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে মুক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা সম্পর্কে তাঁহার মুক্তি দানকেই মহরানা স্বরূপ গণ্য করিলেন।

১৫১৩। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বরের জেহাদে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় সঙ্গীগণের মধ্যে ইসলামের দাবীদার এক ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করিলেন যে, এই ব্যক্তি দোযখীদের মধ্যে একজন। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ঐ ব্যক্তি ভীষণ যুদ্ধ করিল, তাহার দেহে অত্যধিক আঘাত লাগিল। (ইসলামের জন্য তাহার পরিশ্রম ও উৎসর্গতা দেখিয়া) কোন কোন মানুষের অন্তরে তাহার দোযখী হওয়া সম্পর্কে সংশয়ের সৃষ্টি হইল।

ঐ ব্যক্তি স্বীয় আঘাতসমূহের যন্ত্রণায় তীরদান হইতে একটি তীর বাহির করিয়া স্বহস্তে নিজ গলগণ্ডে বিদ্ধ করিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ কতিপয় মোসলমান ব্যক্তি দৌড়িয়া আসিয়া আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আপনার উক্তিকে বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছেন—অমুক ব্যক্তি স্বহস্তে নিজকে খুন করিয়া ফেলিয়াছে।

এতদ শ্রবনে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তিকে আদেশ করিলেন—

قُمْ يَا فُلَانُ فَاَذِّنْ اَنْ لَّا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مُؤْمِنٌ اِنَّ اللّٰهَ

يُؤَيِّدُ الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ ه

"যাও এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া দাও যে, খাঁটী ঈমানদার ব্যতীত কেহই বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, অবশ্য আল্লাহ তায়ালা ফাছেক-ফাজের মানুষ দ্বারাও দ্বীন-ইসলামের সাহায্য সহায়তা করিয়া থাকেন।"

১৫১৪। হাদীছ ঃ—আবু মূছা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খয়বর অভিযানে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন সহযাত্রীগণ পথিমধ্যে কোন এক নিম্ন ভূমির নিকটবর্তী হইলে সকলে اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ বলিয়া ভীষণ জোরে চীৎকার করিয়া উঠিল। এতদ্দৃষ্টে হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমরা নিজের উপর রহম কর। (এইরূপ চীৎকার করিয়া স্বীয় জানকে কষ্ট-ক্লেশে পতিত করার কি আবশ্যক?) তোমরা যাঁহার নাম জপ করিতেছ তিনি শ্রবণশক্তিহীন বা তোমাদের হইতে দূরে নহেন, তোমরা যাঁহার নাম জপিতেছ তিনি সব কিছু শোনেন এবং তিনি তোমাদের অতি নিকটবর্তী, এমনকি তিনি তোমাদের (সর্বাবস্থা জ্ঞাত থাকা সূত্রে) তোমাদের সঙ্গেই আছেন।

এই সময় আমি হযরতের যানবাহনের পেছনেই ছিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে এই বাক্যগুলি বলিতে শুনিলেন—لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ "আপদ বিপদ ও সব রকমের ক্ষয়ক্ষতি হইতে বাঁচিবার এবং সুখ-সুবিধা ও লাভজনক কার্য্য সমাধা করিবার শক্তি একমাত্র আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতেই লাভ হইতে পারে।"